ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

◀ নিজের সিনেমার ১৫০ কোটি ব্যবসা, কারিনা বললেন নারীরাও পারেন

পৃঃ ৫

মায়ামির ▶▶ লক্ষ্মীভান্ডার মেসি

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১২৭ ● কলকাতা ● ২৮ বৈশাখ, ১৪৩১ ● শনিবার ● ১১ মে, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

বিচারপতি অমৃতা সিংহের স্বামীর বিরুদ্ধে

মামলা খারিজ করলো সুপ্রিম কোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : হাই কোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিংহের স্বামী প্রতাপচন্দ্র দে-র বিরুদ্ধে যে মামলায় অভিযোগ উঠেছিল, সেটি খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি ওই মামলার শুনানিতেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এফআইআর করতে রাজ্যকে নিষেধ করেছে শীর্ষ আদালত। এই রায়ে ভোটের মুখে কিছুটা ধাক্কা খেল রাজ্য সরকার। আদালতের নির্দেশে বিচারপতির স্বামীর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছিল রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ সিআইডি। তারা বিচারপতির স্বামীকে বেশ কয়েক বার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলবও করে। ঘটনাচক্রে, বিচারপতি সিংহের এজলাসে নিয়োগ সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানি হয়েছে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আয়ের উৎস নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন বিচারপতি সিংহ। একাধিক মামলায় তাঁর নির্দেশ রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে গিয়েছে। শুক্রবার মামলাটির শুনানি ছিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জীব খন্না এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের ডিভিশন বেঞ্চে। আদালত মামলাটি খারিজ করে দিয়েছে। রাজ্যের আইনজীবীর উদ্দেশে বিচারপতির মন্তব্য, "এফআইআর দায়ের নিয়ে রাজনীতি করবেন না। চার্জশিট দাখিল হয়ে গিয়েছে, আইনকে আইনের পথে চলতে দিন।"

ক্ষমতার অপব্যবহার করে একটি অপরাধের মামলায় অবৈধ ভাবে হস্তক্ষেপ করার অভিযোগ ওঠে বিচারপতি সিংহের স্বামীর বিরুদ্ধে। তিনি পেশায় আইনজীবী। ৬৪ বছরের এক বিধবা এবং তাঁর মেয়ের অভিযোগের প্রেক্ষিতে সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দেয়

এরপর ৩ পাতায়

শুক্রবার সাত সকালে আচমকা হুগলিতে হানা দেয় আয়কর দপ্তর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভোটের মাঝেই ফের কেন্দ্রীয় এজেন্সির হানা। শুক্রবার সাত সকালে আচমকা হুগলিতে হানা দেয় আয়কর দপ্তর । হুগলির মগরা ও বাঁশবেড়িয়ার একাধিক ব্যবসায়ীর বাড়ি ও অফিসে চলছে আয়কর তল্লাশি। সঙ্গে মজুত রয়েছে প্রচুর পরিমাণে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, কমল দাস ও বৈদ্যনাথ সাহা এলাকায় আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরি করে রেখেছে। এই দুই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে একাধিক অপরাধের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগও নাকি রয়েছে। আগে এদের গ্রেফতারও করেছিল পুলিশ। যদিও পরে ছাড়া পেয়েছি যান দুজনেই। এবার একজোটে এই দুই 'দাপুটে' ব্যবসায়ীর বাড়িতেও আয়কর হানা। যদিও ঠিক কোন অভিযোগের ভিত্তিতে তল্লাশি চলছে তা এখনও জানা যায়নি।ঠিক কী নিয়ে এই ম্যারাথন তল্লাশি? সূত্রের খবর, এদিন সকালে

এরপর ৩ পাতায়

সুপ্রিম কোর্টে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পেয়েছেন

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সুপ্রিম কোর্টে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পেয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কিন্তু তাতে কি পুরোপুরি স্বস্তি মিলছে?শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, কেজরিওয়ালকে জামিন দেওয়া হচ্ছে। তবে সেটার মেয়াদ আগামী ১ জুন পর্যন্ত হবে। পয়লা জুনের পরে তাঁর জামিনের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। অর্থাৎ নতুন করে জামিন না পেলে লোকসভা ভোটের গণনার দিনে (৪ জুন) দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে জেলেই কাটাতে হবে। ভোটগণনার দিনে তিনি যাতে জেলের বাইরে থাকতে পারেন, সেই আর্জিও জানান দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবী অভিষেক মনু সিংঘভি। জামিনের মেয়াদ বাড়িয়ে ৫ জুন পর্যন্ত করার আর্জি জানান। তবে তাতে সরাসরি 'না' বলে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, ২ জুন কেজরিওয়ালকে আত্মসমর্পণ করতে হবে। অর্থাৎ ১ জুন লোকসভা নির্বাচনের শেষ দফার ভোটগ্রহণের সময় জেলের বাইরে থাকবেন কেজরি। কিন্তু পরদিনই তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে হবে।সুপ্রিম কোর্টের তরফে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর অফিসে ও দিল্লির সচিবালয়ে তিনি যেতে পারবেন না। যতক্ষণ না প্রয়োজন পড়ছে তিনি অফিসিয়াল কোনও ফাইলে সই করতে পারবেন না।এক্ষেত্রে দিল্লির লেফটেনান্ট গভর্নরের সম্মতি

এরপর ৩ পাতায়

বিজেপি নেতা গঙ্গাধরকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা দিতে

আবেদন করা হয়েছে হাই কোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ২০২৪ সালের শুরু থেকেই সংবাদের শিরোনামে রয়েছে সন্দেশখালি। লোকসভা ভোটের মধ্যেও 'শাহজাহান গড়' নিয়ে চর্চা অব্যাহত। কয়েকদিন আগে আবার প্রকাশ্যে এসেছে 'স্টিং অপারেশনে'র একটি ভিডিও। দাবি করা হয়েছে, সেখানে স্থানীয় বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কয়ালকে দেখা যাচ্ছে।জানা যাচেছ, বিজেপি নেতা গঙ্গাধরকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা দিতে আবেদন করা হয়েছে হাই কোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে। মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন তিনি। আগামী সোমবার এই মামলার শুনানি হবে।

উল্লেখ্য, সন্দেশখালির 'স্টিং অপারেশন' নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই জোর চর্চা হচ্ছে। গতকাল রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি বিধায়ককে এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'ওগুলো সব ভাইপো আর আইপ্যাকের করানো, উচ্চ আদালতে যাওয়া হচ্ছে। সমূহ ঘটনার জন্য সিবিআই তদন্তের আবেদন জানানো হবে। আমরা দু-একদিনের মধ্যেই ফাইল করছি'।যদিও গঙ্গাধর প্রথম থেকেই বলেছেন, এই ভিডিও ভুয়ো। তাঁর মুখ, কণ্ঠস্বর বিকৃত করা হয়েছে বলেও দাবি করেছেন তিনি। এবার এই নিয়ে সোজা কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন বিজেপি নেতা।

সন্দেশখালির 'স্টিং অপারেশনে'র ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পর থেকে একাধিকবার বিজেপিকে নিশানা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপির তরফ থেকে আবার পাল্টা আঙুল তোলা হয়েছে জোড়াফুল শিবিরের দিকে। বৃহস্পতিবারও বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রের মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় এই নিয়ে 'হুঁশিয়ারি' দিয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। 'এই কেসেই ভাইপো আর আইপ্যাককে প্যাকেট করব'

এরপর ৩ পাতায়

কেজরীওয়ার অন্তর্বর্তী জামিন পেয়েছে দেখে

আমি খুব খুশি লিখলেন এক্স হ্যান্ডালে মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভোট আবহে অন্তর্বর্তী জামিন পেয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আর তার জামিনের পর এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে খুশির খবর জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন,'অরবিন্দ কেজরীওয়ার অন্তর্বর্তী জামিন পেয়েছে দেখে আমি খুব খুশি।শুক্রবার শুনানি চলাকালীন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবী অভিষেক মনু সিংঘভি আবেদন করে, জামিনের মেয়াদ বাড়িয়ে ৫ জুন করা হয়। কারণ ৪ জুন লোকসভা নির্বাচনের ভোট গণনা রয়েছে। তবে মনু সিংঘভি আবেদন সরাসরি না বলে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, ২ জুন কেজরিওয়ালকে আত্মসমর্পণ করতে হবে। অন্যদিকে আগামী ২৫ মে দিল্লির সাতটি আসনে রয়েছে লোকসভা নির্বাচন। আর তার আগেই জেল থেকে মুক্তি পেলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। তাতেই খানিক স্বস্তি পেল আম আদমি পার্টি । চলতি নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে এটা খুব সহায়ক হতে চলেছে।'

লোকসভা নির্বাচনে ভোট আবহে অন্তর্বর্তী জামিন পেলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শুক্রবার মাত্র ২১ দিনের জন্য কেজরিকে জামিন দিল সুপ্রিম কোর্ট। এরফলে ১ জুন পর্যন্ত তিহার জেলের বাইরে থাকবেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। যদিও ভোট গণনার আগে তাঁকে ফের জেলবন্দি করা হবে।

সন্দেশখালি নিয়ে বাংলাকে কলুষিত করেছে:অভিষেক

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মনোনয়ন জমা দিলেন। আর সেখান থেকেই এবারের ভোটে বিরোধী বিজেপিকে একাধিক ইস্যুতে কটাক্ষ করলেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড। সন্দেশখালি প্রসঙ্গ টেনে সরাসরি সেখানকার বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রকে আক্রমণ করেন অভিষেক।অভিষেকের আত্মবিশ্বাস, 'সভায় যেভাবে লোক আসছে তাতে আমি অত্যন্ত ইতিবাচক। আগামী চার তারিখ বাংলাকে কলুষিত করার যে বদনাম করেছে তার জবাব দেবে মানুষ। আজকে আমি মনোননয়ন জমা দেওয়ার পর ডায়মন্ড হারবারের মা বোনেদের কাছে, মানুষের কাছে হাত জোর করে আবেদন করব যেভাবে আপনাদের পাশে নিজের সাধ্যমতো থেকেছি, ডায়মন্ড হারবার আমার পরিবার। হাতজোড় করে আবেদন , ২০১৪ সালে যে আবেদন করেছিলাম ইয়াস, আমফান কোভিড-সহ বিভিন্ন সংকট বা উৎসবের সময়ে

এরপর ৩ পাতায়

অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে সকাল থেকেই

তারাপীঠে উপচে পড়া ভিড়

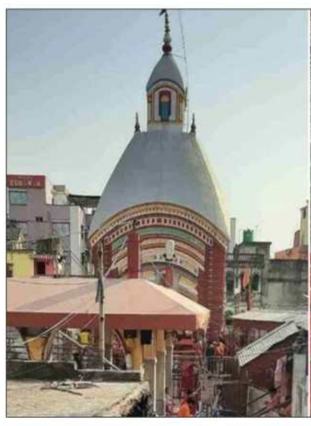

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শুভ অক্ষয় তৃতীয়া। বছরের প্রথম দিন যেমন অনেকেই হালখাতার পুজো করে থাকেন ঠিক তেমনি অক্ষয় তৃতীয়ার দিন অনেকে ব্যবসা শুরু করেন। অনেকে হালখাতার পুজো করেন। তাই সকাল থেকেই তারাপীঠে উপচে পড়া ভিড়। সকাল সকাল তারা মায়েপ পুজো দিতে হাজির ব্যবসায়ী সহ ভক্তরা।এদিকে, ছয় মাস বন্ধ থাকার পর, আজ থেকে ফের খুলে গেল কেদারনাথের দরজা। অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে সকাল ৭ টা থেকে দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হয় মন্দির। ৪০ কুইন্টাল ফুল দিয়ে সাজানো হল কেদারনাথ ধাম। হেলিকপ্টার থেকে করা হয় পুষ্পবৃষ্টি। কেদারনাথের পাশাপাশি, খুলে দেওয়া হল গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীর পথও। ১২ ই মে পর্যন্ত খোলা থাকবে বদ্রীনাথের দরজা। চারধাম যাত্রাকে কেন্দ্র করে কেদারনাথে নেমেছে ভক্তদের ঢল।জ্যোতিষী দেবাশিস ভট্টাচার্য জানান অক্ষয় তৃতীয়া হচ্ছে হিন্দু পঞ্জিকার বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া অর্থাৎ শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথি। এটি হিন্দু ও জৈন ধর্মাবলম্বীদের কাছে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তিথি। আর এই শুভদিনে বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম জন্ম নিয়েছিলেন, এ জন্য এই দিনটি পরশুরাম জয়ন্তী হিসেবেও পালন করা হয়। এদিনই সত্য যুগ শেষ হয়ে ত্রেতাযুগের সূচনা হয়।

আজকের দিন মা তারাকে বিশেষ রাজরাজেশ্বরী বেশে সাজানো হয়। সকালে মঙ্গল আরতির পর মা তারা কে রাজরাজেশ্বরী বেশে সাজিয়ে সকলের জন্য গর্ভ গৃহের দরজা খুলে দেওয়া হয়। এর পরেই সকাল থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত চলে পুজো। অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে মা তারাকে দুপুরের অন্নভোগে খিচুড়ি,পোলাও,পাঁচ রকম ভাজা শোল মাছ পোড়া,মাছের মাথা, এবং কারণ সহযোগে ভোগ নিবেদন করা হয়।

সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ তিহাড় থেকে বেরিয়ে এলেন

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীওয়াল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ তিহাড় থেকে বেরিয়ে এলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীওয়াল। জেলের বাইরে ছিল আপ সমর্থকদের ভিড়। দলনেতাকে ঝাঁটা উঁচিয়ে স্বাগত জানালেন আপ নেতা-কর্মীরা। তিহাড়ের বাইরে উপস্থিত ছিলেন কেজরীর স্ত্রী সুনীতা কেজরীওয়াল, দিল্লির মন্ত্রী অতিশী, সৌরভ ভরদ্বাজ।শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তী নির্দেশের পর তিহাড় জেলের সামনে জড়ো হতে থাকেন আপ সমর্থকেরা। তিহাড় জেল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, কেজরীওয়ালকে জেল থেকে ছাড়ার নির্দেশপত্র হাতে পেয়েছেন তাঁরা। এর পর শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ জেল থেকে বেরিয়ে আসেন কেজরী। তিহাড়ে ৫০ দিন ধরে রয়েছেন কেজরীওয়াল। গত ২১ মার্চ তাঁকে গ্রেফতার করে ইডি।জেলের বাইরে হাজির হন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। তিহাড়ের চার নম্বর গেট দিয়ে বেরিয়ে এসে সমর্থকদের উদ্দেশে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, "আপনাদের ধন্যবাদ। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের ধন্যবাদ। স্বৈরতন্ত্রের থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে।"

কেজরীওয়ালকে শুক্রবার অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আগামী ১ জুন, শেষ দফার ভোটের দিন পর্যন্ত জেলের বাইরে থাকবেন তিনি। ২ জুন, তিহাড় জেল কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে তাঁকে। আপ প্রধানের জামিনের বিরোধিতা করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সেই প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, "২১ দিনে খুব বেশি কিছু ফারাক হবে না।" তবে অন্তর্বর্তী জামিনের কিছু শর্তও দিয়েছে শীর্ষ আদালত।সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, ৫০ হাজার টাকা ব্যক্তিগত জামিনে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে কেজরীকে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর দফতর বা সচিবালয়ে যেতে পারবেন না তিনি। আদালতে তাঁর তরফে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল, তা মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ উপরাজ্যপাল ভিকে সাক্সেনার অনুমতি ছাড়া তিনি কোনও সরকারি ফাইলে সই করতে পারবেন না। দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলা নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে পারবেন না আপ প্রধান। এই মামলাতেই গ্রেফতার হন কেজরী। এই মামলার কোনও সাক্ষীদের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না তিনি। দিল্লির আবগারি নীতি সংক্রান্ত কোনও সরকারি ফাইলও দেখতে পারবেন না।

বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘের বিশ্বমাতা মন্দিরে

অক্ষয় তৃতীয়ার দিন জগন্নাথদেবের চন্দন যাত্রা উৎসব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হিন্দু পুরাণ মতে, অক্ষয় তৃতীয়ার দিন সত্যযুগের অবসান ঘটিয়ে ক্রেতা যুগের সুচনা হয়। অক্ষয় তৃতীয়া হলো চান্দ্র বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের তৃতীয়া তিথি, অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তিথি, অক্ষয় শব্দের অর্থ হল যা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। বৈদিক বিশ্বাসানুসারে এই পবিত্র তিথিতে কোন শুভকার্য সম্পন্ন হলে তা অনন্তকাল অক্ষয় হয়ে থাকে। বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরামের জন্মদিন ষ বেদব্যাস ও গণেশ এই দিনে মহাভারত রচনা আরম্ভ করেন। ভগবানের অঙ্গলেপন এক ধরণের ভক্তিমূলক কর্ম এবং চন্দন হল সর্বশ্রেষ্ঠ প্রলেপন। যেহেতু ভারতে বৈশাখ মাস অত্যন্ত উষ্ণ থাকে, তাই চন্দনের শীতল গুণ ভগবানের আনন্দ প্রদান করে। জগন্নাথের দুই চক্ষু ব্যতীত সর্বাঙ্গে চন্দন লেপন করা হয়ে থাকে।

পুলিশকর্মীদের মারধরের অভিযোগে

সাত তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতার করল পুলিশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পুলিশকর্মীদের মারধরের অভিযোগে সাত তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। মুর্শিদাবাদের রানিগনগরের ঘটনা। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রানিনগর থানার মালিবাড়ি-১ অঞ্চলের মরিচা নিচুপাড়া এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং তাঁর ভাইয়ের নেতৃত্বে পুলিশের উপর হামলা চালিয়েছিলেন। ওই খবর পেয়ে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী গ্রামে আটকে থাকা পুলিশ বাহিনীকে উদ্ধার করতে যায়। অভিযোগ, সেই সময় তৃণমূলের কয়েক জন পুলিশের উপর হামলা চালান। বাধ্য হয়ে লাঠিচার্জ করেন বলে অভিযোগ। তার পরেই এই গ্রেফতারি। এই ঘটনা প্রসঙ্গে মালিবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জাহাঙ্গির আলম বলেন, "পুলিশ সিপিএম এবং কংগ্রেসের দালালি করছে। আমার এর সঠিক বিচার চাই।"তাতে এক জন এএসআই, এক জন কনস্টেবল এবং এক জন সিভিক ভলান্টিয়ার আহত হন।

ঘটনার সূত্রপাত গত ৭ মে। লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফার দিন রানিনগরের আমিরাবাদ এলাকার এক মহিলা তৃণমূল প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার অভিযোগে বাম-কংগ্রেস জোটের সমর্থকেরা তাঁকে মারধর করেন বলে অভিযোগ ওঠে। তার পর ওই মহিলা রানিনগর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। স্থানীয় সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার বিকেলে রানিনগর থানার পুলিশ সেই ঘটনার তদন্ত করতে মরিচা-নিচুপাড়া গ্রামে যায়। কিন্তু সেই সময়ে পুলিশ দু'পক্ষের কথা না শুনে কেবলমাত্র বাম-কংগ্রেস সমর্থকদের কথা শুনছিল বলে অভিযোগ তোলে শাসকদল। এ নিয়ে ওই এলাকার কিছু তৃণমূল কর্মী এবং সমর্থক পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে রামমন্দিরে ফের 'বাবরি তালা' ঝুলিয়ে দেবে: মোদী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মঙ্গলসূত্র থেকে পোষা মহিষ কেড়ে নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিলি করে দিতে চাইছে বলে এত দিন আতঙ্ক তৈরির চেষ্টা করছিলেন নরেন্দ্র মোদী। এ বার প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা পরিষদের রিপোর্ট তুলে ধরে বিজেপি মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে ফের 'হিন্দু খতরে মে হ্যায়' মন্ত্রে প্রচারে নামল।বিজেপি মুখপাত্র সুধাংশু ত্রিবেদী আজ বলেছেন, ১৯৫১-র জনগণনায় হিন্দুদের জনসংখ্যায় ভাগ ছিল ৮৮ শতাংশ। জনসংখ্যায় মুসলিমদের ভাগ ছিল ৯.৫ শতাংশ। ২০১১-র জনগণনায় হিন্দুদের জনসংখ্যায় ভাগ কমে ৭৯.৮ শতাংশ হয়েছে। মুসলিমদের জনসংখ্যায় ভাগ বেড়ে ১৪.৫ শতাংশ হয়েছে। সিপিআই নেতা ডি রাজা প্রশ্ন তুলেছেন, ২০২১-এ যে জনগণনা হওয়ার কথা ছিল, মোদী সরকার তা এখনও করায়নি কেন?

কংগ্রেসের মতে, জনগণনা হলে বিজেপির যাবতীয় ধাপ্পা ফাঁস হয়ে যাবে বলেই ২০২১-এর তিন বছর পরেও অমিত শাহের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সে পথে হাঁটেনি। এখন ভোটের মরসুমে নরেন্দ্র মোদী কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে মুসলিমরা জনসংখ্যায় হিন্দুদের ছাপিয়ে যাবেন বলে আতঙ্ক তৈরির পরিকল্পনা করছেন। ঠিক যে ভাবে মোদী বলছেন, কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে রামমন্দিরে ফের 'বাবরি তালা' ঝুলিয়ে দেবে!প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা পরিষদের তৈরি একটি সাম্প্রতিক গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, ১৯৫০ থেকে ২০১৫-র মধ্যে ভারতের জনসংখ্যায় হিন্দুদের ভাগ ৭.৮ শতাংশ কমেছে। উল্টো দিকে মুসলিমদের জনসংখ্যায় ভাগ ৪৩.১৫ শতাংশ বেড়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এখনও এ নিয়ে মুখ না খুললেও আজ বিজেপি নেতারা মুসলিমদের 'জনসংখ্যা বৃদ্ধি' নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এ জন্য কংগ্রেসের সংখ্যালঘু তোষণের রাজনীতিকেই দায়ী করেছে। কংগ্রেস নেতৃত্ব মনে করছেন, নরেন্দ্র মোদীর হাতে মেরুকরণের অস্ত্র তুলে দিতেই প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা পরিষদকে দিয়ে এই রিপোর্ট তৈরি করানো হয়েছে। এত দিন মোদী কংগ্রেস হিন্দুদের সম্পত্তি মুসলমানদের মধ্যে বিলি করে দিতে চায় বলে অসত্য অভিযোগ তুলছিলেন। দলিত, আদিবাসী, ওবিসিদের সংরক্ষণ কংগ্রেস মুসলিমদের দিয়ে দেবে বলে প্রচার করছিলেন। কারণ মোদীর কাছে কংগ্রেসের জাতগণনা ও ওবিসিদের জনসংখ্যায় ভাগ অনুযায়ী সংরক্ষণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতির কোনও জবাব ছিল না। এ বার মোদী মুসলিমদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে প্রচারে নামবেন। কারণ প্রথম তিন দফার ভোটগ্রহণের পরে 'গ্রাউন্ড রিপোর্ট' দেখে তিনি আতঙ্কিত।

অসরকারি সংগঠন পপুলেশন ফাউন্ডেশন অব ইন্ডিয়া বিবৃতি দিয়ে বলেছে, সরকারি জনগণনার রিপোর্টই বলছে, গত তিন দশক ধরে মুসলিমদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমেছে। মুসলিমদের মধ্যে জন্মের হার সব থেকে বেশি কমেছে। বাস্তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই। সব ধর্মের মানুষের মধ্যেই জন্মের হার কমছে। অকারণ বিপদের আশঙ্কা ছড়ানোর জন্য এই রিপোর্ট। বাস্তবে হিন্দুদের থেকে অনেক বেশি হারে মুসলিমদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমছে।

বিজেপি নেতারা এ নিয়ে মাঠে নেমে পড়লেও কংগ্রেস আজ এই নিয়ে বিতর্কে জড়াতে চায়নি। প্রিয়ঙ্কা গান্ধী বঢরাকে রায়বরেলীতে সাংবাদিকরা এ নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি পাল্টা জানতে চেয়েছেন, এই প্রশ্ন আড়াল থেকে কে করতে বলেছে? সিপিআইয়ের সাধারণ সম্পাদক ডি রাজা প্রশ্ন তুলেছেন, "কেন প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা পরিষদ লোকসভা ভোটের মধ্যে এই রিপোর্ট তৈরি করল? প্রধানমন্ত্রী আগে থেকেই ধর্মের নামে মেরুকরণ করছেন। এখন বোঝা যাচ্ছে, মেরুকরণের আরও চেষ্টা হবে।"

এএসডাব্লু এসডাব্লুসি পর্বের

অষ্টম জাহাজটির কাঠামো স্থাপন করার অনুষ্ঠান আজ সম্পন্ন হল কলকাতার গার্ডেনরীচ শিপবিল্ডার্স-এ

নয়াদিল্লি, ১০ মে, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : এএসডাব্লু এসডাব্লুসি পর্বের অষ্টম জাহাজটির কাঠামো স্থাপন করার অনুষ্ঠান আজ সম্পন্ন হল কলকাতার গার্ডেনরীচ শিপবিল্ডার্স-এ । অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণ ও ক্রয় শাখার কন্ট্রোলার ভাইস অ্যাডমিরাল বি শিব কুমার। উপস্থিত ছিলেন গার্ডেনরীচ শিপবিল্ডার্স-এর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর সিএমডিই পি আর হরি, আইএন (অবসরপ্রাপ্ত) এবং ভারতীয় নৌবাহিনী এবং গার্ডেনরীচ শিপবিল্ডার্স-এর আধিকারিকরা। ২০১৯-এর ২৯ এপ্রিল দেশজ পদ্ধতিতে এই ধরনের ৮টি জাহাজ তৈরির জাহাজ তৈরির জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এবং কলকাতার গার্ডেনরীচ শিপবিল্ডার্সের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ৬টি জাহাজ এর মধ্যেই তৈরি হয়ে গেছে। প্রথম জাহাজটি (আরনালা) ২৪ আগস্ট নৌবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হবে। এই জাহাজগুলি ভারতীয় নৌসেনার অভয় পর্বের এএসডাব্লু করভেট জাহাজের জায়গা নেবে। উপকূল অঞ্চলে ডুবো জাহাজের তৎপরতার মোকাবিলায় এই জলযানগুলি বিশেষ ভূমিকা নেবে। 'আত্মনির্ভর ভারত' এবং 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচিকে জোরদার করবে এই উদ্যোগ।

সময়সীমা ফুরানোর অনেক আগেই

মালদ্বীপ থেকে সমস্ত সেনা প্রত্যাহার করেছে ভারত

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ডেডলাইন ছিল ১০ মে। কিন্তু সেই সময়সীমা ফুরানোর অনেক আগেই মালদ্বীপ থেকে সমস্ত সেনা প্রত্যাহার করেছে ভারত। দ্বীপরাষ্ট্রে মোতায়েন থাকা ৮৯ সেনাকর্মীই দেশে ফিরে এসেছেন। উল্লেখ্য, নির্বাচনে জেতার পরেই দেশ থেকে ভারতীয় সেনাকে 'বিতাড়ন' করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জু। তবে মালদ্বীপ প্রেসিডেন্টের মুখপাত্র জানিয়েছেন, ১০মে ডেডলাইন শেষের আগেই দেশ ছেড়েছেন ভারতীয় সেনা আধিকারিকরা। বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই সেনা সরানোর প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছিল ভারত। ১২ মার্চ দেশে ফেরেন ২৫ জন ভারতীয় সেনা জওয়ান। তার পর থেকেই ধাপে ধাপে সেনা ফিরিয়েছে ভারত। উল্লেখ্য, বর্তমানে ভারত সফরে রয়েছেন মালদ্বীপের বিদেশমন্ত্রী মুসা জামির। তার মধ্যেই জানা গেল সেনা সরানোর খবর। এবার কি লাল ফৌজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াবে মালদ্বীপ? বাড়ছে জল্পনা। গত কয়েকবছর ধরে মালদ্বীপে ৮০ জন ভারতীয় সেনা জওয়ান কর্মরত ছিলেন। মালদ্বীপে থাকা দুটি ভারতীয় হেলিকপ্টার এবং একটি বিমান পরিচালনা করতেন তাঁরা। দীর্ঘ সময় ধরে সেদেশে মানবিক কারণে সহায়তা করে এসেছে ভারতীয় সেনা। একাধিকবার ভারতীয় সেনার হেলিকপ্টার ব্যবহার করে দুর্গতদের উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট হয়েই মুইজ্জুর প্রথম সিদ্ধান্ত ছিল, মালদ্বীপ থেকে ভারতীয় সেনা সরাতে হবে।

তার পরেই গত ২ ফেব্রুয়ারি এই নিয়ে দুই দেশের মধ্যে চুক্তি হয়। সেই চুক্তিতে বলা হয়, মালদ্বীপ থেকে ৮৯ জন ভারতীয় জওয়ান ও তাঁদের সহযোগীদের সরাতে হবে ১০ মে-র মধ্যে। 'চিনপন্থী' প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জু সাফ জানিয়ে দেন, ১০ মে-র পর আর কোনও ভারতীয় সেনাকর্মীকেই ঢুকতে দেওয়া হবে না দ্বীপরাষ্ট্রে। মুইজ্জুর দাবি ছিল, ভারতীয় সেনাকর্মীরা সাদা পোশাকে মালদ্বীপে ঢুকছেন। তবে ভারতীয় হেলিকপ্টার ও বিমান চালানোর জন্য প্রযুক্তিবিদদের পাঠানো হয়েছে সেদেশে।

ভাইস অ্যাডমিরাল সঞ্জয় ভাল্লা ভারতীয় নৌবাহিনীর চিফ অফ পার্সোনেলের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন

নয়াদিল্লি, ১০ মে, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : ভাইস অ্যাডমিরাল সঞ্জয় ভাল্লা আজ ভারতীয় নৌবাহিনীর চিফ অফ পার্সোনেলের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। তিনি ভারতীয় নৌবাহিনীতে ১৯৮৯ সালের পয়লা জুন যোগ দেন। ৩৫ বছরের কর্মজীবনে তিনি উপকূল এবং সমুদ্র বক্ষে কর্মী এবং অপারেশনল নিয়োগের নানা বিশেষজ্ঞ পদ অলঙ্কৃত করেছেন। যোগাযোগ এবং ইলেক্ট্রনিক ওয়ারফেয়ারে স্পেশালাইজেশন কোর্স সম্পূর্ণ করার পর সমুদ্র বক্ষে তিনি বেশ কিছু প্রথম সারির যুদ্ধ জাহাজে বিশেষজ্ঞ হিসেবে দায়িত্বভার পালন করেছেন। এর পাশাপাশি সমুদ্রে বেশ কিছু ঝুঁকিপূর্ণ এবং ঘটনাবহুল অভিযানের নেতৃত্বও দিয়েছেন তিনি। আইএনএস নিশাঙ্ক, আইএনএস তারাগিরি, আইএনএস ব্যাস যুদ্ধ জাহাজ সহ পূর্বাঞ্চল রণতরীর (এফওসিইএফ) ফ্ল্যাগ অফিসার কম্যান্ডিং-এর মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্বভার তিনি সামলান। এই সময় তিনি মর্যাদাপূর্ণ প্রেসিডেন্ট রণবহরে কৌশলগত কম্যান্ডের এবং মিলানে ২০২২ সালে ভারতীয় নৌবাহিনীর ফ্ল্যাগশিপ বহুজাতিক মহড়াতেও দায়িত্বভার সামলেছেন। মিলানের এই মহড়ায় ভারতের অনেক বন্ধু দেশের অভূতপূর্ব অংশগ্রহণ প্রত্যক্ষ করা যায়। উপকূলে নৌ সদর কার্যালয়ে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এর মধ্যে ছিল (মানব সম্পদ বিকাশের) সহকারি চিফ পার্সোনেলের দায়িত্ব। তিনি নৌ অ্যাকাডেমিতে আধিকারিক প্রশিক্ষণের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং বিদেশে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক নিয়োগ পদেও দায়িত্বভার সামলেছেন। সিওপি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের আগে তিনি পূর্বাঞ্চল নৌ কম্যান্ডে চিফ অফ স্টাফ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময় তিনি অপারেশন সংকল্প এবং ২০২৩-এ সিন্ধুদুর্গের নৌ দিবসে অপারেশন ডেমোর দায়িত্বভার সামলেছেন। লন্ডনের রয়েল কলেজ অফ ডিফেন্স স্টাডিজ এবং ওয়েলিংটনের ডিফেন্স সার্ভিসেস স্টাফ কলেজের প্রাক্তন ছিলেন তিনি। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা বহুধা বিস্তৃত। তিনি প্রতিরক্ষা এবং কৌশলগত শিক্ষায় এমফিল এবং লন্ডনের কিংস কলেজ থেকে আন্তর্জাতিক সুরক্ষা এবং কৌশলগত শিক্ষায় স্নাতকোত্তর হয়েছেন। এছাড়াও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিরক্ষা এবং কৌশলগত শিক্ষায় এমএসসি এবং সিইউএসএটি থেকে টেলিকম এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর অসাধারণ সেবাকর্মের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি অতি বিশিষ্ট সেবা মেডেল, নৌসেনা মেডেল পুরস্কার পান এবং নৌপ্রধান ও ফ্ল্যাগ অফিসার কম্যান্ডিং চিফ-এর প্রশস্তিও অর্জন করেছেন।

১-ম পাতার পর

বিচারপতি অমৃতা সিংহের স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা খারিজ করলো সুপ্রিম কোর্ট

সুপ্রিম কোর্ট। পরে অবশ্য এই মামলায় বাড়তি পদক্ষেপ করা যাবে না বলে জানিয়েছিল তারা। তার পর ডিসেম্বরে এই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট আবার জানায়, পুলিশ আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করতে পারবে। ঠিক কী অভিযোগ বিচারপতি সিংহের স্বামীর বিরুদ্ধে?

একটি জমি সংক্রান্ত বিষয়ে ৬৪ বছরের বিধবার সঙ্গে তাঁর কয়েক জন আত্মীয়ের বিরোধ শুরু হয়। মামলা গড়ায় আদালতে। আবেদনকারী সুপ্রিম কোর্টে জানান, পৈতৃক সম্পত্তি থেকে তাঁকে বঞ্চিত করার জন্য বাপের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন দাদা এবং অন্যান্য আত্মীয়। সুপ্রিম কোর্টে বিধবার আর্জি একাধিক বার তাঁকে হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এমনকি, বৃদ্ধার আইনজীবী আদালতে জানান, তাঁর মক্কেলকে যে মারধর করা হয়েছে, তার প্রমাণ রয়েছে সিসি ক্যামেরার ফুটেজে। এর প্রেক্ষিতে ওই বৃদ্ধা আত্মীয়দের বিরুদ্ধে দু'টি ফৌজদারি অভিযোগ করেন।বিবাদী পক্ষের আইনজীবী তথা বিচারপতি সিংহের স্বামী তদন্তকারীদের উপর বেআইনি ভাবে প্রভাব খাটান বলে অভিযোগ করেন বিধবা। অভিযোগ, দু'টি মামলার তদন্ত যাতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তার সব রকম চেষ্টা করেছেন তিনি। ছিল, আইনজীবী কিংবা তাঁর বিচারপতি স্ত্রীর প্রভাব ছাড়াই দু'টি ফৌজদারি অভিযোগের যাতে সঠিক ভাবে তদন্ত হয়, তার নির্দেশ দিক শীর্ষ আদালত। সেই সঙ্গে বিচারপতি এবং আইনজীবী স্বামীর ওই কাজের জন্য তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হোক। শুক্রবার খারিজ হয়ে গেল সেই মামলাই। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এফআইআর করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছে আদালত। যদিও শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিয়েছে, মামলাটিতে পুলিশের স্ট্যাটাস রিপোর্ট এবং চার্জশিট নিয়ে কোনও মন্তব্য করছে না তারা।

১-ম পাতার পর

সুপ্রিম কোর্টে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পেয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল

লাগবে। খবর ল বিট সূত্রে।

এমনকী বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের বেঞ্চ জানিয়েছে কেজরিওয়াল আবগারি মামলা নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে পারবেন না। নির্দেশে বলা হয়েছে, এই মামলার সঙ্গে যুক্ত কোনও সরকারি ফাইল তিনি দেখতে পারবেন না। তিনি কোনও সাক্ষীর সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না। ২০২৪ সালের ১লা জুলাই পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পেয়েছেন কেজরিওয়াল। তাঁকে ২রা জুন সারেন্ডার করতে হবে।

এদিকে গতকালই ইডির তরফ থেকে বলা হয়েছিল যে প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টে একাধিক রাজনীতিবিদ বর্তমানে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন। কিন্তু কেজরিওয়ালের ক্ষেত্রে কেন বিশেষ আবেদন ও তার জন্য কেন বিশেষ ব্যবস্থা এটা বোঝা যাচ্ছে না। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা এই অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের বিরোধিতা করেন। সেখানে বলা হয়েছিল যে এমন একটা ভাব দেখানো হচ্ছে যে তিনি যদি প্রচার করতে না পারেন তবে একেবারে স্বর্গ ভেঙে পড়বে। তিনি বলেছিলেন এভাবে রাজনৈতিক নেতাদের আলাদা সারিতে রাখার চেষ্টা করবেন না। এখানে ম্যানেজিং ডিরেক্টররাও জেলে রয়েছে। তারা তো এবার বলবে যে আমি জেলে আমার কোম্পানি তো এবার লাটে উঠবে। তাকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দেবেন না।

গত ২১শে মার্চ সন্ধ্যায় কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তারপর থেকে তিনি ইডির হেফাজতে ছিলেন। দিল্লিতে মুখয়মন্ত্রীর বাসভবনেও ইডির অভিযান হয়েছিল।

১ পাতার পর

সন্দেশখালি নিয়ে বাংলাকে কলুষিত করেছে:অভিষেক

পাশে থেকেছি সাধ্যমতো। আমার কাজে আমি ত্রুটি রাখিনি। আমি জ্যোতিষ বা গণতকার নই। আমি আশা করছি জয়ের ব্যবধান বাড়বে। কেউ মানুষের জন্য কাজ করলে মানুষ তাঁকে সমর্থন করবেন।'

সদ্য ভাইরাল হওয়া স্টিং ভিডিওতে যা শোনা গিয়েছে, সেই ঘটনায় সরাসরি রেখা পাত্রের জড়িত বলে দাবি অভিষেকের।

অভিষেক বলেন, 'সন্দেশখালি নিয়ে বাংলাকে কলুষিত করেছে। একটা দল এত নিকৃষ্ট মানের হতে পারে। গোধরা, পুলওয়ামা আমরা শুনেছি। সত্যপাল মালিক পুলওয়ামা নিয়ে বলেছেন। মোদি এদের নামে ভোট চেয়েছিল। আমরা শুনেছিলাম। আর সন্দেশখালি চোখে দেখলাম। বিজেপি মণ্ডল সভাপতি কথা বলছেন। এখনও তার বিরুদ্ধে বিজেপি ব্যবস্থা নেয়নি। একের পর এক মহিলা প্রকাশ্যে এসে বলছেন জোর করে অভিযোগ লেখানো হয়েছিল। এসটি কমিশন ও মহিলা কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে।'অভিষেকের আরও অভিযোগ, 'রেখা পাত্র বলছেন ভুয়ো অভিযোগকারিণীর কথা। দলগত ভাবে এই ভিডিও ফুটেজ সুপ্রিম কোর্টে যেন ডিটিপি করে জমা দেওয়া হয়। রোবট নামিয়ে অস্ত্র উদ্ধারের নাটক পরিকল্পিত। সন্দেশখালির বেলুন ফুটো হয়ে গিয়েছে। রেখা পাত্র যিনি বিজেপির প্রার্থী, যাঁর সঙ্গে প্রধাণমন্ত্রীর কথা বলছেন, সেই রেখা পাত্র বলছেন ভুয়ো নির্যাতিতাদের রাষ্ট্রপতির কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কে রেখা পাত্র? যিনি ২ হাজার টাকা নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন, এমনটা বলেছেন গঙ্গাধর কয়াল। প্রকৃত স্বরূপ এবার বেরিয়ে আসছে। মহিলারা বিজেপির স্বরুপ প্রকাশ করছে। প্রধানমন্ত্রী শ্বেতপত্র প্রকাশ করেননি। বরং সাদা কাগজে পরিকল্পনা করে সিবিআইয়ের কাছে অভিযোগ করিয়েছে। একটা রাজনৈতিক দলের অঙগুলিহেলনে তদন্ত করেছে।'এদিন মনোনয়ন জমা দিয়ে নিজের লোকসভা কেন্দ্রের মানুষকে ভোটের আর্জি জানান অভিষেক। তাঁর কথায়, 'আজকে অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে মনোনয়ন জমা দিয়েছি। প্রবীণদের আশীর্বাদ নিয়ে ডায়মন্ড হারবার থেকে বিভিন্ন অঞ্চল, টাউন, ওয়ার্ড থেকে ভাইয়েরা এসেছে। সবার কাছে কৃতজ্ঞ। দক্ষিণ কলকাতা আমার জন্ম। ডায়মন্ড হারবার আমার কর্মক্ষেত্র। উন্নয়নের জয়যাত্রা অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো দৌড়চ্ছে। মানুষ যেভাবে বিগত দিনগুলিতে সমর্থন রেখেছেন তার ব্যতিক্রম হবে না আমার দৃঢ় বিশ্বাস। বাংলা বিরোধীদের বিসর্জন সময়ের অপেক্ষা।'

ইন্টার-সার্ভিসেস অর্গানাইজেশনস্

(কমান্ড, কন্ট্রোল অ্যান্ড ডিসিপ্লিন) আইন, গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত

নয়াদিল্লি, ১০ মে, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : ইন্টার-সার্ভিসেস অর্গানাইজেশনস্ (কমান্ড, কন্ট্রোল অ্যান্ড ডিসিপ্লিন) আইন, গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত হয়েছে। এই আইনটি আজ থেকেই কার্যকর হবে। ইন্টার-সার্ভিস অর্গানাইজেশনস্ - এর কমান্ড, কন্ট্রোল এবং সুচারু কাজের জন্য এই বিলটি সংসদের উভয় কক্ষে ২০২৩ এর বাদল অধিবেশনে পাশ হয়েছিল। বিলটি রাষ্ট্রপতির সম্মতি পায় ১৫ অগাস্ট ২০২৩ তারিখে। এই আইনবলে আইএসও-র কমান্ডার ইন চিফ এবং অফিসার ইন কমান্ড প্রশাসনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তাঁদের অধীনস্থ কর্মীদের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবেন। তবে তা প্রত্যেক আলাদা পরিষেবার শৃঙ্খলাকে কোনোভাবেই বিঘ্নিত করবে না। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ফলে আইনটি আইএসও-র প্রধানদের সহজেই বিভিন্ন মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির ক্ষমতা প্রদান করবে। এর ফলে, সশস্ত্র বাহিনীর কর্মীদের মধ্যে সংহতি ও একতার ক্ষেত্রটি আরও জোরদার হবে।

সাইবার অপরাধ রুখতে

হাত মেলালো টেলিকম দপ্তর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং রাজ্য পুলিশ

নয়াদিল্লি, ১০ মে, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : সাইবার অপরাধ এবং আর্থিক জালিয়াতির ক্ষেত্রে টেলিকম দপ্তরের সম্পদ ব্যবহার রুখতে হাত মেলালো টেলিকম দপ্তর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং রাজ্য পুলিশ। নাগরিকদের ডিজিটাল অপরাধের হাত থেকে রক্ষা করতেই এই উদ্যোগ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ও রাজ্য পুলিশের

এরপর ৪ পাতায়

১ পাতার পর

শুক্রবার সাত সকালে আচমকা হুগলিতে হানা দেয় আয়কর দপ্তর

হুগলির মগরা ও বাঁশবেড়িয়ার কমল দাস, বৈদ্যনাথ সাহা (বৈদ্য), সতরঞ্জন শীল (সোনা), দিলপ্রীত সিং ও অভিজিৎ ঘটক (টিঙ্কু) সহ একাধিক ব্যবসায়ীর বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। বাড়ির পাশাপাশি অফিসে চলছে তল্লাশি।

জানা যাচ্ছে ওই ব্যবসায়ীদের বাড়ি-অফিসে তল্লাশির সাথেই তাদেরও ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, যাদের বাড়িতে আয়কর তল্লাশি চলছে সেই সকলেই শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ঘনিষ্ঠ। এলাকায় গুচ্ছগুচ্ছ অভিযোগ রয়েছে এদের বিরুদ্ধে। তবে ক্ষমতার ভয়ে কেউ মুখ খোলার সাহস পান না। প্রসঙ্গত, আগামী ২০ তারিখ হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ। তার আগে শুক্রবার সকালের এজেন্সি হানায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। বিগত কিছু সময়ে বাংলার বহু জায়গায় হানা দিয়েছে আয়কর দপ্তর। এবার ভোটের মাঝেই একযোগে এত জায়গায় আয়কর হানার ঘটনায় তোলপাড়।

১ পাতার পর

বিজেপি নেতা গঙ্গাধরকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা দিতে আবেদন করা হয়েছে হাই কোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে

বলেছিলেন তিনি।

শুক্রবার জানা গেল, সন্দেশখালিতে ভুয়ো ভিডিও ছড়ানোর অভিযোগে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন গঙ্গাধর। বিজেপি নেতার ছবি ব্যবহার করে ভুয়ো ভিডিও ছড়ানো হয়েছে বলে অভিযোগ। এই কারণে এলাকার পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে, উত্তপ্ত হয়ে উঠছে বলে আবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। সেই সঙ্গেই গঙ্গাধরের আইনজীবীর দাবি, কেন্দ্রীয় এজেন্সি সিবিআইয়ের কাছেও এই নিয়েও অভিযোগ জানানো হয়েছে।

দেশ থেকে ঔপনিবেশিকতার সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলতে

উদ্যোগী হয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : দেশ থেকে ঔপনিবেশিকতার সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলতে উদ্যোগী হয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সেই কারণে ইতিমধ্যেই একাধিক জায়গার নাম বদলেছেন তিনি। তবে সেখানেই থেমে থাকতে চান না যোগী। এবার আরও এক শহরের নাম বদলে দেওয়ার ইঙ্গিত দিলেন গো বলয়ের সবচেয়ে বড় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।২০১৭ সালে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসার পরই যোগী আদিত্যনাথ এই নাম বদলের কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। ২০১৯ কুম্ভ মেলার আগে এলাহাবাদ শহরের নাম বদলে তা প্রয়াগরাজ করা হয়েছিল। সম্প্রতি আবার আলিগড় নাম বদলে তা হরিগড় করার আর্জি

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১২৭ সংখ্যা ১১ মে, ২০২৪ শনিবার ২৮ বৈশাখ, ১৪৩১

ফের বিরোধী শিবিরকে বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ফের বিরোধী শিবিরকে বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। মহারাষ্ট্রের নান্দুরবারে এক জনসভায় শরদ পওয়ার ও উদ্ধব ঠাকরেকে এনডিএ-তে যোগদানের আহ্বান জানালেন! তবে এই আহ্বান একেবারেই কটাক্ষের সুরে করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। ওই দুই নেতাকে 'জাল' এনসিপি ও শিব সেনার নেতা বলেও খোঁচা দেন মোদি।পরে মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবিস মোদির কথাটি ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, "দেখুন আলোচনার কোনও প্রশ্ন নেই। মোদি পরিষ্কার বলেই দিয়েছেন, শরদ পওয়ার বুঝে গিয়েছে তিনি বারামাতিতে হারতে চলেছেন। আর তাই এই বিবৃতি তিনি দিতে পারেন। তাঁরা কংগ্রেসে যোগ দেবেন, কেননা তাঁরা তো বুঝেই গিয়েছেন কংগ্রেস এবারের নির্বাচনে হারবেই। তাই তিনি বলেছেন, কংগ্রেসে যোগ না দিয়ে একনাথ শিণ্ডের শিব সেনা বা অজিত পওয়ারের এনসিপিতে যোগ দেওয়া ভালো, যদি সত্যিই রাজনীতিতে কিছু করতে চান।"পাঁচ দফায় নির্বাচন হচ্ছে মহারাষ্ট্রে । ১৯ এপ্রিল ছিল প্রথম দফার ভোট। ২০ মে পঞ্চম তথা শেষ দফার ভোটাভুটি। এরই মাঝে সেখানে জনসভায় আক্রমণাত্মক মেজাজে দেখা গিয়েছে মোদিকে । ঠিক কী বলেছেন তিনি? তাঁকে বলতে শোনা যায়, "মহারাষ্ট্রের এক সিনিয়র নেতা বারামাতির ভোটের পর খুবই টেনশনে রয়েছেন। উনি একটা বিবৃতি তৈরিও করে ফেলেছেন। সমস্ত আঞ্চলিক দলগুলোকে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ দেওয়ার আর্জি জানিয়ে। আমি নিশ্চিত অন্য নেতাদের সঙ্গে আলোচনার পরে এই বিবৃতিই দেবেন উনি। আসলে ৪ জুনের পর সমাজ ও রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক থাকতে উনি মরিয়া। তাই উনি কংগ্রেসের মতো বড় পার্টির সঙ্গে হাত মেলাবেন। অর্থাৎ এই জাল্ল এনসিপি ও শিব সেনা ঠিক করে ফেলেছে কংগ্রেসে যাওয়ার। আমি ওঁদের বলব কংগ্রেসে গিয়ে মরার চেয়ে অজিত দাদা (পওয়ার) ও শিণ্ডেজির সঙ্গে গর্বভরে হাত মিলিয়ে বরং নিজেদের স্বপ্নপূরণ করার চেষ্টা করতে পারেন।" শরদ পওয়ার বা উদ্ধব ঠাকরের নাম অবশ্য মোদি নেননি। কিন্তু তাঁর বক্তব্য থেকে তাঁদের চিনে নেওয়া কঠিন নয়।

সম্পাদকীয়

রাজভবনে কর্মরত ১০ জন কর্মীকে ডেকেও পাঠানো হয়েছিল, মাত্র একজন কলকাতা পুলিশ সহযোগিতা করেছে

বহু বিতর্কের পর অবশেষে সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে নিয়ে এল রাজভবন। বৃহস্পতিবার সকালে 'সচ কে সামনে' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজভবনের সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে মূলত দেখা গিয়েছে রাজভবনের নর্থ গেট থেকে প্রকাশ করা ফুটেজ। তিন দফা মিলিয়ে মোট ১ ঘন্টা ১৯ মিনিটের ফুটেজ দেখা গিয়েছে।অন্যদিকে অনুসন্ধানে নেমে রাজভবনে দু'বার তদন্ত করে গিয়েছে কলকাতা পুলিশের বিশেষ দল। পুলিশ সূত্রে খবর, রাজভবনে কর্মরত ১০ জন কর্মীকে ডেকেও পাঠানো হয়েছিল। তবে তাঁদের মধ্য থেকে কলকাতা পুলিশকে সহযোগিতা করেছেন মাত্র একজন। পাশাপাশি, সাংবিধানিক রক্ষাকবচকে ঢাল করে পুলিশি তদন্তকে বন্ধ করতে বলা হয়েছে রাজভবনের তরফ থেকে।যার মধ্যে প্রথমটি ২ মে বিকেল ৫টা ৩১ মিনিট থেকে ৫টা ৪২ মিনিট পর্যন্ত। দ্বিতীয়টি বিকেল ৫টা ৩২ মিনিট থেকে সন্ধ্যা ৬টা ৩২ মিনিট পর্যন্ত এবং তৃতীয় অর্থাৎ শেষ ফুটেজটি সন্ধ্যা ৬টা ৩২ মিনিট থেকে ৬টা ৪১ মিনিট পর্যন্ত।

রাজভবনের ফুটেজে গত বৃহস্পতিবার রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ তোলা ওই মহিলাকে দেখা গিয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রথমে বিকেল ৫টা ৩২ নাগাদ মহিলা রাজভবন থেকে বেরিয়ে সংশ্লিষ্ট ওসির কাছে যাচ্ছেন। তারপরে বিকেল ৫টা ৪০ নাগাদ ওসির ঘর থেকে বেরিয়ে তাঁকে পাশের ঘরে যেতে দেখা গিয়েছে। তবে তিনি একা নন, তাঁর সঙ্গে কিছু পুলিশকর্মীকেও দেখা গিয়েছে। যদিও তিনি ওই ঘর থেকে কখন বেরিয়েছেন তা ফুটেজে দেখা যায়নি।উল্লেখ্য, রাজভবনের তরফ থেকে বুধবার রাতে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশের কথা জনানো হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, বৃহস্পতিবার সকালে ভিডিও প্রকাশ করা হবে। তবে তা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং পুলিশ দেখতে পারবেন না। রাজভবন সূত্রে খবর, তারপরেই রাজভবনে ফোন করে প্রায় ৭৫ জন নাম নথিভুক্ত করেন সিসিটিভি ফুটেজ দেখার জন্য।গত ২ মে শ্লীলতাহানির অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর বিবৃতি দিয়ে রাজ্যপাল বোস রাজভবনের স্থায়ী, অস্থায়ী কর্মীদের জানিয়েছেন, 'এ ব্যাপারে পুলিশ কোনওরকম তথ্য চাইলে তা না দিতে'। তাঁর যুক্তি, 'সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপালদের বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি পদক্ষেপ করা যায় না'। কিন্তু ইতিমধ্যেই লালবাজারের তরফে এই ইস্যুতে তদন্ত করা হচ্ছে। যা নিয়ে অখুশি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এবার রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়েছেন তিনি। ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আট সদস্যের সিট গঠন করেছে লালবাজার। রাজভবনের ওসির কাছে সেদিনের ঘটনার ভিডিও ফুটেজ চেয়েছে পুলিশ। সূত্রের খবর, মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়ে অনুসন্ধান বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যপাল। তিনি জানিয়েছেন, 'সংবিধানের ৩৬১ ধারা অনুযায়ী রাজ্যপালের রক্ষাকবচ রয়েছে'। সেক্ষেত্রে পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে যে অনুসন্ধান চালাচ্ছে তা বেআইনি বলে মনে করছেন তিনি। এদিকে পুলিশ যে সিসিটিভি ফুটেজ চেয়েছে তাও রাজভবন দেবে না বলে জানিয়েছে। যদিও সাধারণ মানুষকে সেই ফুটেজ দেখাতে উদ্যোগ নিয়েছেন রাজ্যপাল বোস।গত বুধবার রাজভবনের এক্স হ্যান্ডেলে একটি বিবৃতি পোস্ট করা হয়। তাতে বলা হয়ে, 'সচ কা সামনা' নামে এক কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন রাজ্যপাল বোস। সেখানে ই-মেল আইডি ও ফোন নম্বর জানিয়েছেন তিনি। প্রথম ১০০ জন আবেদনকারীকে রাজভবনের ভিতরের সিসিটিভি ফুটেজ দেখানো হয় বৃহস্পতিবার। শুরু থেকেই অবশ্য শ্লীলতাহানির অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে রাজ্যপাল দাবি করেছেন, তাঁকে অপদস্থ করতে চক্রান্ত করা হচ্ছে। সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করেন রাজ্যপাল। তাঁর দাবি, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নোংরা রাজনীতি করছেন। আমি যত রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকতে চাই, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে ততই রাজনীতিতে টেনে আনছেন।"তবে বিবৃতি দিয়ে তিনি স্পষ্ট করে দেন, রাজ্যপাল বেশ কিছু বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। যেখানে কোনও আদালতের কাছে তাঁরা জবাবদিহি করেন না। পদে থাকাকালীন কোনও রাজ্যের রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ফৌজদারি প্রক্রিয়া চালানো যায় না।

এবার রাজভবনের অস্থায়ী কর্মীদের কাজের মূল্যায়ন করতে শুরু করল রাজভবন। রাজভবন সুত্রে খবর, বর্তমানে রাজভবনে প্রায় ৪০ জন অস্থায়ী কর্মী রয়েছেন। তাঁরা কোন বিভাগে কাজ করেন, সারাদিনের কতক্ষণ সময় তাঁরা রাজভবনে কাটান সেই সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অস্থায়ী কর্মীদের কাজের পর্যালোচনা শেষ হতেই রিপোর্ট যাবে রাজ্যপালের কাছে। যদিও রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরে তিনি কী পদক্ষেপ করবেন তা এখনও স্পষ্ট নয়।

রবীন্দ্র প্রসঙ্গে বলতে গেলে নজরুলের ইতিহাস-চেতনায় ছিল সমকালীন

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(তৃতীয় পর্ব)

হলো, তাঁর সত্যিকার ধর্মীয় পরিচয়। তিনি মুসলিম পরিবারে জন্মেছিলেন, জীবনের একটা পর্যায় পর্যন্ত তিনি ধর্মীয় পরিচয় দিয়ে নিজেকে শনাক্ত করতেন। তারপর তিনি যে আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে নিজেকে কেবল মানুষ হিসেবে দেখেছিলেন, এ কথা বললে রক্ষণশীলদের অনেকেই তেড়ে আসবেন। জীবনের একটা পর্যায়ে তিনি যে কালীর সাধনা করতেন, সে কথা শুনলে এই রক্ষণশীলেরা লাঠি মারবেন কি না, জানা নেই।আসলে বাংলাদেশে ও বাংলায় নজরুল ইসলাম সম্পর্কে নির্মোহ বিচার করা শক্ত। একদল লোক আছেন, যাঁরা তাঁর সম্পর্কে সত্য কথা শুনতে চান না,বাংলা তথা ভারত বর্ষ বাংলাদেশি ধর্ম নিয়ে রাজনীতি চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেছে।অক কবি-সাহিত্যিকদের নিয়ে রাজনীতি চলছে বর্তমান সময়ে। তবে একজন বড় কবির সবকিছুই বড় মাপের হবে, সর্বাঙ্গীণ সুন্দর এবং সুগোল হবেএমন কি কোনো কথা আছে? মাইকেল মদ্যপ ছিলেন, তাই বলে কি মহাকবি হিসেবে তাঁর মূল্য কিছু কমে গেছে? বোদলেয়ারের মৃত্যু হয়েছিল সিফিলিসে ভুগে, তাঁর জন্য কি কবিতা মূল্য হারিয়েছে? হারায়নি। বরং দেড় শ বছর পরেও রোমান্টিক কবি হিসেবে তিনি ভাস্বর। তেমনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর রাফায়েল মারা গিয়েছিলেন সিফিলিসে ভুগে, তার জন্য তাঁর চিত্রের মূল্য কি কিছুমাত্র হ্রাস পেয়েছে? নজরুল-জীবনেও অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল, অন্ধকার দিক ছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্য এবং সংগীত-আকাশের চোখধাঁধানো জ্যোতিষ্ক। তাঁর জীবনের একসময়ে তিনি 'খোদার আসন আরশ ছেদিয়া' বিস্ময়ের মতো আবির্ভাবের ঘোষণা দিয়েছিলেন; ভগবান-বুকে পদচিহ্ন এঁকে দিতে চেয়েছিলেন সমকালীয় রক্ষণশীল লোকেরা অনেকে এ কথাগুলোকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করে তাঁকে নমরুদ, ফেরাউন ও কাফের আখ্যা দিয়েছিলেন। যাক এসব কথা ফিরে আসি নজরুল জীবনের কাহিনী নীতিকথা তে।

মকতব, মাযার ও মসজিদ-জীবনের পর নজরুল রাঢ় বাংলার (পশ্চিম বাংলার বর্ধমান-বীরভূম অঞ্চল) কবিতা, গান আর নৃত্যের মিশ্র আঙ্গিক লোকনাট্য লেটোদলে যোগদান করেন। ঐসব লোকনাট্যের দলে বালক নজরুল ছিলেন একাধারে পালা গান রচয়িতা ও অভিনেতা। নজরুলের কবি ও শিল্পী জীবনের শুরু এ লেটোদল থেকেই। হিন্দু পুরাণের সঙ্গে নজরুলের পরিচয়ও লেটোদল থেকেই শুরু হয়েছিল। তাৎক্ষণিকভাবে কবিতা ও গান রচনার কৌশল নজরুল লেটো বা কবিগানের দলেই রপ্ত করেন। এ সময় লেটোদলের জন্য কিশোর কবি নজরুলের সৃষ্টি চাষার সঙ, শকুনিবধ, রাজা যুধিষ্ঠিরের সঙ, দাতা কর্ণ, আকবর বাদশাহ, কবি কালিদাস, বিদ্যাভূতুম, রাজপুত্রের সঙ, বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ, মেঘনাদ বধ প্রভৃতি।এদিকে ১৯১০ সালে নজরুল পুনরায় ছাত্রজীবনে ফিরে যান। প্রথমে তিনি রানীগঞ্জ সিয়ারসোল রাজ স্কুল এবং পরে মাথরুন উচ্চ ইংরেজি স্কুলে (পরে নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউশন) ভর্তি হন। শেষোক্ত স্কুলের হেড-মাস্টার ছিলেন কবি রঞ্জন মল্লিক ; নজরুল তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আর্থিক অনটনের কারণে ষষ্ঠ শ্রেণির পর নজরুলের ছাত্রজীবনে আবার বিঘ্ন ঘটে। মাথরুন স্কুল ছেড়ে তিনি প্রথমে বাসুদেবের কবিদলে, পরে এক খ্রিস্টান রেলওয়ে গার্ডের খানসামা পদে এবং শেষে আসানসোলে চা-রুটির দোকানে কাজ নেন। এভাবে কিশোর শ্রমিক নজরুল তাঁর বাল্যজীবনেই রূঢ় বাস্তবতার সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত হন।

চা-রুটির দোকানে চাকরি করার সময় আসানসোলের দারোগা রফিজউল্লার সঙ্গে নজরুলের পরিচয় হয় এবং তাঁর সুবাদেই নজরুল ১৯১৪ সালে ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালের দরিরামপুর স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এক বছর পর তিনি পুনরায় নিজের গ্রামে ফিরে যান এবং ১৯১৫ সালে আবার রানীগঞ্জ সিয়ারসোল রাজস্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এ স্কুলে নজরুল ১৯১৫-১৭ সালে একটানা অষ্টম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। প্রিটেস্ট পরীক্ষার সময় ১৯১৭ সালের শেষদিকে নজরুল সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ছাত্রজীবনের শেষ বছরগুলিতে নজরুল সিয়ারসোল স্কুলের চারজন শিক্ষক দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হন। তাঁরা হলেন উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে সতীশচন্দ্র কাঞ্জিলাল, বিপ্লবী ভাবধারায় নিবারণচন্দ্র ঘটক, ফারসি সাহিত্যে হাফিজ নুরুন্নবী এবং সাহিত্যচর্চায় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানে নজরুলের জীবন থেমে থাকে নি।১৯১৭ সালের শেষদিক থেকে ১৯২০ সালের মার্চ-

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

মায়ের আশীর্বাদ অসীম সাধারণ মানুষ তার প্রমাণ পায় তারাপীঠে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তাই দেখুন আপনার কাছে খাবার নেই আর আমি দিব্যি এখন খাবো। এই বলে ভদ্রলোকটি সঙ্গে থাকা খাবার খেতে আরাম্ভ করলেন। স্বামীজী শুধু লোকটিকে বললেন - আমি ঈশ্বরের কৃপায় থাকি, তিনি যা করান আমি তাই করি। এই বলে স্বামীজী কাছেই একটি গাছের তলায় গিয়ে বসলেন। লোকটি খাবার খেতে খেতে স্বামীজীকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। কিছুটা রাগান্বিত ভাবেই দেখতে লাগলেন।

ক্রমশঃ

২ পাতার পর

দেশ থেকে ঔপনিবেশিকতার সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলতে উদ্যোগী হয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ

জানানো হয়েছে স্থানীয় পুরসভা তরফে। তাছাড়া ফিরোজাবাদকে চন্দ্রনগর নাম দিতে উদ্যোগী আদিত্যনাথ সরকার। ইতিমধ্যে ফৈজাবাদের নাম পরিবর্তন করে অযোধ্যা করা হয়েছে, ঝাঁসি স্টেশনের নাম বদলে হয়েছে রানি লক্ষ্মী বাঈ। আগামী দিনে বদলে যেতে পারে উত্তরপ্রদেশের আকবরপুরের নাম। এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী যোগী বলেছেন, "এইসব শহরের নাম শুনলে মুখে স্বাদ চলে যায়! সব কিছু বদলে দেওয়া হবে। দেশ থেকে ঔপনিবেশিকতাবাদের সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলে আমাদের নিজেদের ঐতিহ্যকে সম্মান দিতে হবে।" প্রসঙ্গত এর আগে মুঘলসরাই স্টেশন থেকে শুরু করে একাধিক শহরের নাম পাল্টেছেন তিনি। মুঘলসরাই স্টেশনের নাম হয়েছে দীন দয়াল উপাধ্যায়। শুধুমাত্র আকবরপুরের নাম বদল হচ্ছে না। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আলিগড়, আজমগড়, শাহজাহানপুর, গাজিয়াবাদ সহ একাধিক জায়গার নাম বদলেরও প্রস্তাব আনা হয়েছে। তালিকায় রয়েছে ফিরোজাবাদ, মোরাদাবাদও।

৩ পাতার পর

সাইবার অপরাধ রুখতে হাত মেলালো টেলিকম দপ্তর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং রাজ্য পুলিশ

তথ্যানুযায়ী, সাইবার অপরাধের জন্য ২৮ হাজার ২০০ মোবাইল হ্যান্ডসেট ব্যবহার করা হয়েছে। এইসব হ্যান্ডসেটের মাধ্যমে ২০ লক্ষ টেলিফোন সংযোগ কাজে লাগানো হয়েছে। সেজন্য ২৮ হাজার ২০০ মোবাইল হ্যান্ডসেট আপাতত নিষ্ক্রিয় করার এবং ২০ লক্ষ মোবাইল সংযোগ খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছে টেলিকম দপ্তর। সাধারণ মানুষের সুরক্ষা এবং টেলিকম পরিকাঠামোকে সাইবার অপরাধীদের নাগালের বাইরে নিয়ে যেতে এই যৌথ উদ্যোগের লক্ষ্য হ'ল দেশে নিরাপদ ডিজিটাল পরিমণ্ডল গড়ে তোলা।

· সতর্কীকরণ ·

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

নিজের সিনেমার ১৫০ কোটি ব্যবসা, কারিনা বললেন নারীরাও পারেন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : তিন নারীকে প্রধান করে নির্মাতা রাজেশ কৃষ্ণান নির্মাণ করেন 'ক্রু'। সিনেমাটিতে অভিনয় করেছেন টাবু, কারিনা কাপুর খান ও কৃতি স্যানন। গত ২৯ মার্চ বিশ্বব্যাপী ২ হাজার পর্দায় মুক্তি পায় স্বল্প বাজেটের এই সিনেমা। 'ক্রু' সিনেমায় টাবু, কারিনা আর কৃতি বন্ধুর চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তিন নায়িকার অভিনয় দর্শকদের মন জয় করেছে। বিশ্বাপী সিনেমাটি মোট আয় করেছে ১৫২.৯১ কোটি টাকা। নারী কেন্দ্রিক এ সিনেমার সাফল্য নিয়ে ভারতীয় সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কথা বলেছেন কারিনা কাপুর খান।

কারিনা কাপুর খান বলেন, "বিনোদনের একটি মাধ্যম চলচ্চিত্র। 'ক্রু' সিনেমার মতো চলচ্চিত্রে যদি শক্তিশালী বার্তা থাকে। চলচ্চিত্রটিতে তিনজন নারী নেতৃত্ব দিয়েছেন। প্রেক্ষাগৃহে এটি মুক্তি পেয়েছে। আমরা ১৫০ কোটি টাকার বেশি ব্যবসা করেছি। চলচ্চিত্রটি রায় দিয়েছে যে, এখন আর নারী-পুরুষের পক্ষপাত নেই। আমরা এখন নিয়ম ভাঙার চেষ্টা করছি।"

"চলচ্চিত্রে নায়ক-নায়িকা কথা বলছেন, বিষয়টি তেমন নয়। একজন ব্যক্তি যে, চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তুকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়। আমরা এটি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমি এমন চরিত্র বেছে নেব, যা মজার এবং যাতে বিনোদনের উপাদান রয়েছে। আমি খুবই আনন্দিত যে, 'ক্রু' বাধাগুলো ভেঙেছে। নারীরাও বক্স অফিসের নিয়ম ভাঙতে পারেন্ত এ কথা নিয়ে জোরালোভাবে আলোচনা হচ্ছে।" বলেন কারিনা কাপুর খান।

সিনেমার গল্পে কেবিন ক্রু হিসেবে এয়ারলাইন্সে চাকরি করেন টাবু, কারিনা, কৃতি। এক পর্যায়ে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হন তারা। এমন গল্প নিয়ে এগিয়েছে সিনেমাটির কাহিনি। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন- দিলজিৎ দোসাঞ্জে, কপিল শর্মা, রাজেশ শর্মা প্রমুখ।

৬০ কোটি টাকা বাজেটের এ সিনেমা প্রযোজনা করেছেন একতা কাপুর, রেহা কাপুর, অনিল কাপুর, দিগ্বিজয় পুরোহিত।

সালমানের পুরনো 'প্রেমপত্র' ভাইরাল, কী লেখা ছিল তাতে?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সালমান খান রূপালি পর্দায় যখনই প্রেমের গল্পে এসেছেন তখনই বক্স অফিসে শোরগোল পড়ে গেছে। ছবির পর্দায় প্রেম ঠাকুর হলেও, বাস্তবে সালমানের জীবনে প্রেম নেই! একের পর এক নারী তাঁর জীবনে এলেও, টেকেনি কেউই। তবে নিজে হাতে প্রেমপত্র কিন্তু লিখেছিলেন সালমান। আর সেই প্রেমপত্র এবার ভাইরাল হল সোশাল মিডিয়ায়।

ব্যাপারটা একটু খোলাসা করা যাক। ১৯৮৯ সালে মুক্তি পায় সালমান খান ভাগ্যশ্রী অভিনীত 'ম্যানে পেয়ার কিয়া'। সেই সময় ছবিটি বক্স অফিসে হইচই ফেলে দিয়েছিল। রেকর্ড ব্যবসা করেছিল। নায়ক হিসেবে প্রথম ছবি সুপারহিট হওয়ায় সালমান দর্শকদের উদ্দেশে লিখেছিলেন একটি প্রেমপত্র। সেই লেখাই এবার ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায়।

সালমান সেই চিঠিতে দর্শকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা উজার করে দেন। সালমান লেখেন, 'আমি চাই আপনারা আমার সম্পর্কে একটা বিষয় জানুন। আমাকে অভিনেতা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য এবং আমার অনুরাগী হওয়ার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।'

এই চিঠিতে সালমান আরও লেখেন, 'আমি জানি এখন আমি যাই করি না কেন তার সঙ্গে 'ম্যানে পেয়ার কিয়া'র তুলনা করা হবে। তাই আপনারা যখনই কোনও আমার ছবির ঘোষণা শুনবেন, নিশ্চিত থাকুন সে একটা ভাল ছবি হতে চলেছে। আর আমি সেই ছবিতে আমার ১০০ শতাংশ দেব।'

বলিউডের দাবাং খান আরও লিখেছিলেন, 'আমি আপনাদের সবাইকে ভালবাসি। আশা করি আপনারাও আমাকে এভাবেই ভালবাসতে থাকবেন। কারণ যেদিন আপনারা আমাকে ভালবাসা বন্ধ করে দেবেন, যেদিন আপনারা আমার ছবি আর দেখবেন না, সেদিনই আমার শেষ।'

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ঈদে নতুন ছবির ঘোষণা করেছেন সালমান। ছবির নাম 'সিকান্দার'। 'সিকান্দার' ছবির শুটিংয়ের সময় সালমানের জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তা দেওয়া হবে। শুধু তাই নয়, বিদেশের মাটিতেই নাকি এই ছবির পুরো শুটিং হবে। তবে কোন দেশে, তা এখনও ফাঁস করতে চায়নি ছবির টিম। ২০২৫-এর ঈদে মুক্তি পাবে সালমানের 'সিকান্দার'।

নিজেকে অমিতাভের সঙ্গে তুলনা করে কটাক্ষের মুখে কঙ্গনা

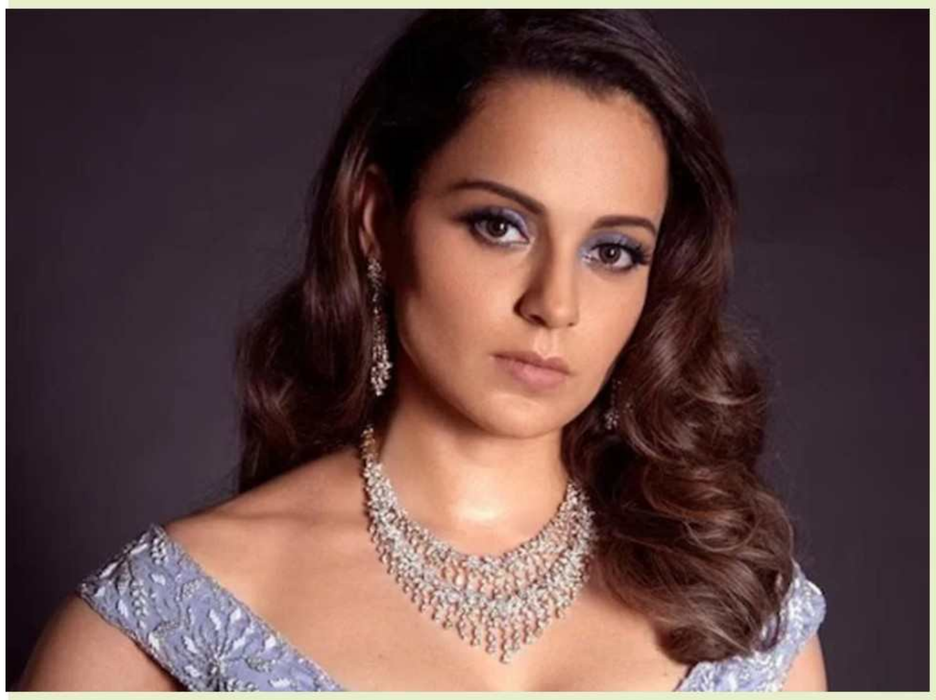

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বলিউডের ঠোঁটকাটা স্বভাবের অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত বর্তমানে লোকসভা নির্বাচনের প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন। হিমাচল প্রদেশের মান্ডি এলাকায় ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) থেকে প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। এ কারণে এখন বিভিন্ন মাধ্যমে ভোটারদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, সম্প্রতি একটি নির্বাচনী সমাবেশে এ অভিনেত্রী নিজেকে বলিউডের আইকন অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে তুলনা করেন। আর সেই বক্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই আলোচনা-সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে জায়গা করে নিয়েছেন কঙ্গনা।

এ অভিনেত্রী বক্তব্যে বলেছিলেন, সারাদেশ অবাক। আমি রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি বা মণিপুর যাই না কেন, মনে হয় অনেক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পাচ্ছি। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আমি বলতে পারি যে, অমিতাভ বচ্চনের পর ইন্ডাস্ট্রিতে কেউ যদি এমন ভালোবাসা ও সম্মান পেয়ে থাকে, তবে সেটি আমিই।

কঙ্গনার এই মন্তব্যের ভিডিওটিই এখন ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়। নেটিজেনরা বলছেন, বক্স অফিসে ব্যর্থতার পরও বলিউডের সব থেকে সম্মানিত ও আইকনিক ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা করা ঠিক হয়নি। তার অভিনীত সিনেমা সবশেষ ২০১৫ সালে হিট হয়েছিল। এরপর ১৫টি ফ্লপ সিনেমা দিয়েছেন তিনি। অথচ নিজেকে অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে তুলনা করছেন।

আবার কেউ কঙ্গনার এ মন্তব্যকে আত্ম প্রচারণার সর্বোচ্চ স্তর হিসেবেও অভিহিত করেছেন। এরই মধ্যে কেউ আবার বছরের সেরা রসিকতা বলতেও দ্বিধা করেননি।

উল্লেখ্য, আগামী ১ জুন চলমান সাধারণ নির্বাচনের সপ্তম এবং চূড়ান্ত পর্বে মান্ডি লোকসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হওয়ার কথা। ২০১৯ সালে বিজেপির রাম স্বরূপশর্মা জয় পেয়েছিলেন আসনটিতে। কিন্তু ২০২১ সালে তার মৃত্যুর পর শূন্য হয়ে পড়ে আসনটি। তবে একই বছর উপনির্বাচনে আসনটিতে কংগ্রেসের প্রতিভাব সিং জয় পান।

এক ছবিতে দুই মেগাস্টার অমিতাভ বললেন, রজনীকান্ত একটুও বদলাননি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : অমিতাভ বচ্চন ও রজনীকান্ত। একজন বলিউডের, আরেকজন দক্ষিণী সিনেমার মেগাস্টার। ক্যারিয়ারের শুরুতে একসঙ্গে কাজও করেছেন কিছু হিট চলচ্চিত্রে। এরপর ৩৩ বছর আর একসঙ্গে পর্দায় ফেরা হয়নি দুজনের। দীর্ঘ ৩৩ বছর পর অবশেষে এক হয়ে পর্দায় ফিরছেন এই জুটি।

শনিবার (৪ মে) সামাজিক মাধ্যমে রজনীকান্তের সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করেছেন অমিতাভ। রজনীকান্তের সঙ্গে কোলাকুলি করছেন অমিতাভ, এমন একটি ছবি পোস্ট করে বিগ বি লিখেছেন, 'ভীষণ রকম সম্মানিত থালাইভা মহান রজনীকান্তের সঙ্গে ফের কাজ করতে পেরে। বিন্দুমাত্র বদলাননি তিনি। এত বড়মাপের অভিনেতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি সত্যিই সরল, বিনয়ী এবং খুব ভালো একজন বন্ধু।'

এদিকে দুই সুপারস্টারকে একসঙ্গে দেখে নিজেদের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন উভয়ের ভক্তরা। একের পর এক মন্তব্য করে জানাচ্ছেন ভালোবাসা।

সুপারহিট 'হাম' সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন দুজন। এছাড়াও একসঙ্গে 'আন্ধা কানুন' এবং 'গ্রেপ্তার'-এর মতো কালজয়ী সিনেমাতেও অভিনয় করেছেন দুজন। এবার অমিতাভ-রজনীকান্তকে একসঙ্গে দেখা যাবে 'বেট্টায়ন' শিরোনামের চলচ্চিত্রে। এর আগে এই প্রকল্পটিকে 'থালাইভার ১৭০' হিসেবেই ডাকা হতো।

শোনা যাচ্ছে, ১২ ডিসেম্বর রজনীকান্তের ৭৩তম জন্মদিনে মুক্তি পেতে চলেছে এটি। আর এই সিনেমা দিয়ে তামিল ইন্ডাস্ট্রিতে অভিষেক হবে অমিতাভের। দুই তারকাকে একসঙ্গে দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন ভক্তরাও।

সব নারী সাধু না, তিক্ত অভিজ্ঞতার শিকার রিচা চাড্ডা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : স্পষ্টভাষী হিসেবে বলিউডে পরিচিতি রয়েছে রিচা চাড্ডার। পর্দার অভিনয়ে যেমন তাক লাগিয়ে দেন, তেমনি বাস্তব জীবনেও সোজা-সাপ্টা কথা বলতে ছাড় দেন না। এমনকি উচিত ক্ষেত্রে নারীদের বিপক্ষেও ক্ষোভ ঝাড়েন তিনি। এবার তিনি কথা বলেছেন নারী প্রযোজকদের নিয়ে।

এক তিক্ত অভিজ্ঞতার শিকার এই অভিনেত্রীর মতে, সব নারী সাধু না। নিউজ১৮-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রিচা বলেন, আমি বিশ্বাস করি না, সমস্ত নারী সাধু। নারী প্রযোজকের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে আমার খুব খারাপ অভিজ্ঞতা হয়েছে, তার দেওয়া চেক বাউন্স করেছে। অথচ তারা টুইটারে নারীবাদের ভান করে। আমি বিষাক্ত সহ-অভিনেত্রী পেয়েছি, যারা সবসময় আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। শুটিংয়ের সময়ে তারা সঠিক 'কিউ' পর্যন্ত দিতেন না।

'সিস্টারহুডের অস্তিত্ব অবশ্যই রয়েছে। এটি তখনই বাস্তবে পাবেন যখন আপনি এটি তৈরি করবেন, লালন করবেন। কিন্তু এটি বুঝতে এবং তৈরি করতে একের অধিক মানুষ প্রয়োজন।' বলেন রিচা চাড্ডা।

নারীবাদীদের সমালোচনা করে রিচা চাড্ডা বলেন, 'তারাই একমাত্র নারীবাদী কারণ তারা দেখতে নারীর মতো হলেও-আমি কি এটাকে স্বাভাবিকভাবে ধরে নিতে পারি? না। আমি অনেক নারীকে জানি, যারা প্রচণ্ড পুরুষতান্ত্রিক, অনেক পুরুষ রয়েছেন যারা ভীষণ নারীবাদী।'

বলিউডের গুণী নির্মাতা সঞ্জয় লীলা বানসালি মানেই দুর্দান্ত সেট, নজরকাড়া লুক। 'বাজিরাও মাস্তানি', 'দেবদাস'সহ একাধিক সিনেমায় তার প্রমাণ দিয়েছেন। 'হীরামান্ডি: ডায়মন্ড বাজার' সিরিজটিও তিনি নির্মাণ করেছেন। গত ১ মে নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে তারকাবহুল এই সিরিজ। মুক্তির পর থেকে সিরিজটি নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাচ্ছে।

এ সিরিজের কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন সোনাক্ষী সিনহা, মনীষা কৈরালা, অদিতি রাও হায়দারি, শারমীন সেগাল, সানজিদা শেখ, রিচা চাড্ডা।

যে পথে বদলে গেল রিয়াল মাদ্রিদ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : কার্লো আনচেলত্তি; যাঁকে বলা হয় কোচ জগতের ডন। এই বলাটা শুধুই বলার জন্য নয়! তিনি যে কোচদেরও কোচ। জিদান-গার্দিওলারা তাঁকে মানেন আইডল। সেই আনচেলত্তি কোচ হয়ে আসার পর রিয়াল মাদ্রিদ যে তাদের রাজত্ব ফিরে পেতে বেশি সময় লাগবে না, সেটা অনুমেয় ছিল। শেষ পর্যন্ত সেটাই হয়েছে। তরুণদের নিয়ে নতুন একটা দল গড়েছেন এই ইতালিয়ান। ভুলগুলো কোথায় ছিল, সেটা তিনি ভালো করেই জানতেন। যাঁর শরীরে রিয়ালের ডিএনএ, তাঁর তো আর হতাশ হওয়ার কিছু নেই। ডাগআউট থেকে পাখির চোখে সেসব ভুল শুধরে দেন দ্রুত। নিখুঁত কৌশলে মুহূর্তে পাল্টে দেন সব সমীকরণ। এই পথে তাঁকেও পোহাতে হয় বহু ঝামেলা, ডিঙাতে হয় অনেক বাধা। কখনও চোটের ঝাপটা, কখনও তারকাদের অফফর্ম আবার কখনও সমর্থকদের চাপ। সবকিছু বুদ্ধির জালে আর চোখের ইশারায় বদলে দিয়েছেন এই মাস্টারমাইন্ড কোচ। আর রিয়ালের ৩৬তম লা লিগা জেতার লগ্নেও আনচেলত্তিকে নিয়ে হবে অনেক কথা। তবে সেসব ইতিবাচক, সেসবে থাকবে বাহবার বাহার। কারণ বছর ঘুরতেই এই রিয়ালকে আপন কক্ষে ফেরাতে তাঁর অবদান কোনো অংশে কম নয়। এটাও ঠিক, তাঁর ছাত্ররাও তাঁর দেখানো পথেয় চলতে শিখে যান দ্রুত। সে জন্যই তো এমন অর্জন ঘরে তোলা গেল।

বেলিংহাম ফ্যাক্টর

চোখের জল ফেলতে ফেলতে বরুশিয়া ডর্টমুন্ড থেকে বিদায় নিয়েছিলেন জুড বেলিংহাম। রিয়াল মাদ্রিদে আসার পর দারুণ একটা সুযোগ পেয়ে যান তিনি। করিম বেনজেমা রিয়াল ছাড়ার পর পারফেক্ট নাম্বার নাইন ছিল না তাদের। সেই শূন্যতাই যেন পূরণ করে দেন অ্যাটাকিং মিডফিল্ডে খেলা বেলিংহাম। নিয়মিত গোল করে দলকে একের পর এক পয়েন্ট তুলে দেন। সেই সঙ্গে অন্যান্য প্রতিযোগিতায়ও চলে বেলিংহামের দাপট। সব মিলিয়ে এরই মধ্যে ৩৮ ম্যাচে ২২ গোল করে ফেলেছেন তিনি, যেখানে অ্যাসিস্ট রয়েছে ১০টি।

রদ্রিগো-ভিনির রসায়ন

রিয়াল আক্রমণভাগে সর্বদা নিখুঁত খেলোয়াড়দেরই রাখে। সেই ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো, বেল ও বেনজেমাদের পর অনেকটা সময় এখানটায় অগোছাল ছিল। তবে কার্লো আনচেলত্তি কোচ হয়ে আসার পর আক্রমণে একটা সমন্বয় আনার চেষ্টা করেন। তিনি দুই ব্রাজিলিয়ানকে এক সুতায় গাঁথেন। তারাও বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে ম্যাচ বের করতে পারেন। প্রতিপক্ষ যতই শক্তিশালী হোক না কেন, ম্যাচের অন্তিম সময়ে হলেও গোল করে দলকে জেতানোর সক্ষমতা রাখেন এই রদ্রিগো ও ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। তাদের মধ্যে হয়ে যায় চমৎকার বোঝাপড়া। তবে দু'জন একসঙ্গে না থাকলেও বদলিরা সেই অভাব অনেকটাই মেটাতেন। সব মিলিয়ে আনচেলত্তি জোড়ায় জোড়ায় আক্রমণের ত্রয়ী বানিয়ে চমক দেখিয়ে দেন।

ইনজুরিকে বুড়ো আঙুল

ইনজুরিতে ভীষণ বেকায়দায় পড়ে যায় রিয়াল; একজন ভালো তো আরেকজন চোটে। একটা সময় তো চোটের সংখ্যা একসঙ্গেই পাঁচ থেকে ছয়জন হয়। গোলকিপার থিবো কুর্তোয়া, ডিফেন্ডার মিলিতাও; আবার ভিনির ছোটখাটো চোট, বেলিংহামের ইনজুরিতে পড়া এভাবে নিয়মিত চোটের সঙ্গে লড়াই করেই স্কোয়াড নিয়ে পরিকল্পনা সাজাতে হয়েছিল আনচেলত্তিকে। তবে এই কাজটা বেশ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গেই করেন তিনি। আলাবা না থাকায় তাঁর বদলি কে হবেন, সেটা আগেই যেন ঠিক করে নেন। এর পর আক্রমণভাগে আবার মাঝমাঠে কেউ চোটে পড়লে তাঁর বদলি হিসেবে সবচেয়ে বেটার অপশনটাই বেছে নেন এই কিংবদন্তি কোচ। মিডফিল্ড নিয়ে মুনশিয়ানা

মিডফিল্ড নিয়ে রিয়াল বরাবরের মতো পারফেক্ট। তাদের কাছে সর্বদা একাধিক অপশন থাকে। লুকা মডরিচ, টনি ক্রুসের মতো অভিজ্ঞরা থাকার পরও বেলিংহাম, চুয়েমেনি, কামাভিঙ্গা আবার ভালভার্দেকে প্রস্তুত রাখতেন। সবাইকে যে সমান সুযোগ দিতে হবে, এমন নয়। দলের প্রয়োজন অনুযায়ী কিংবা প্রতিপক্ষ বিবেচনা করে আবার ফরমেশনের খাতিরে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে রিয়াল কোচ মিডফিল্ডকে সাজিয়েছেন। যেটা পুরোপুরি সফল বলাই যায়। মূলত আক্রমণে বল বানিয়ে দেওয়া কিংবা মাঝমাঠ ব্লক করে প্রতিপক্ষের সুযোগগুলো নষ্ট করার কাজ এই ক'জন মিডফিল্ডারের সবাই মন দিয়েই করেছেন।

বায়ার্নের কোচ হওয়ার গুঞ্জন
উড়িয়ে দিলেন জিদান

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : দুই মেয়াদে রিয়াল মাদ্রিদের কোচের দায়িত্ব সামলেছেন। ২০২১ সালে লস ব্লাঙ্কোসদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর থেকে কোনো দলের কোচের দায়িত্ব নেননি জিনেদিন জিদান। পুনরায় কোচিং ক্যারিয়ারে কবে ফিরবেন, সেটি নিয়েও কিছু বলেননি ফরাসি এ কিংবদন্তি। গুঞ্জন উঠেছে জার্মান ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখের ম্যানেজার হতে যাচ্ছেন জিদান। তবে টমাস টুখেলের উত্তরসূরি হওয়ার ইচ্ছা আপাতত নেই বলে জানিয়েছেন জিদান। মায়ামিতে গ্রাঁ পি দেখতে যাওয়া জিদানকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগে রিয়াল মাদ্রিদ-বায়ার্ন মিউনিখের ম্যাচ নিয়ে কথা বলতে হয়েছে।

সেখানে স্কাই স্পোর্টসে জার্মানিতে এই ম্যাচ এবং নিজের কোচিং ক্যারিয়ার প্রসঙ্গে জিদানের উত্তর ছিল এমন, 'আশা করি, মাদ্রিদ জিতবে। এটা ঠিক ম্যাচটি অনেক কঠিন হবে। আমি এই ম্যাচ দেখতে যাব। কোচ হওয়ার ইচ্ছা নেই।'

চলতি মৌসুমে সময়টা খুবই খারাপ কাটছে বায়ার্ন মিউনিখের। বুন্দেসলিগা জিততে ব্যর্থ হওয়া বাভারিয়ানদের সামনে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে ওঠার পথটাও অনেক কঠিন। ঘরের মাঠে প্রথম লেগে রিয়ালের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করেছে তারা। দলের বাজে পারফরম্যান্সের কারণে চলতি বছরের শুরুতেই ক্লাব থেকে জানানো হয়েছে টুখেলের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ আর বাড়ানো হবে না। তখন থেকেই বেশ কয়েকজনের নাম চলে আসে। জার্মান সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, রাল্ফ রাংনিকের সঙ্গে নাকি বায়ার্নের আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গেছে। এমন খবরের মধ্যেই বায়ার্নের ডাক ফিরিয়ে অস্ট্রিয়া জাতীয় দলের কোচ থাকার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। এর সঙ্গে ইউরোপিয়ান ফুটবলে বিস্ময় জাগানো বায়ার লেভারকুজেনের কোচ জাভি আলোনসোকেও পেতে চেয়েছিল বায়ার্ন। কিন্তু লেভারকুজেনকে লিগ ট্রফি জেতানো আলোনসো না করে দেন।

৪৩ বছরে বিশ্বকাপে, উগান্ডার দলে আরও যারা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : দল ঘোষণাতেই রেকর্ড রেকর্ড উগান্ডার। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠেয় টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য ১৫ জনের দল ঘোষণা করেছে উগান্ডার ক্রিকেট বোর্ড। ওই দলে ডাক পেয়েছেন ৪৩ বছরের এক ক্রিকেটার। তার নাম ফ্রাঙ্ক এনশুবুগা। তিনি বিশ্বকাপ দলে ডাক পাওয়া সবচেয়ে বেশি বয়সী ক্রিকেটার। বাঁ-হাতি এই অফ স্পিনারের আগে বিশ্বকাপ দলে সবচেয়ে বেশি বয়স্ক ক্রিকেটার ছিলেন ওমানের মোহাম্মদ নাদিম ও নাসিম খুশি। তাদের বয়স ছিল ৪১ বছর। উগান্ডার বিশ্বকাপ দলকে নেতৃত্ব দেবেন ব্রায়ান মাসাবা। সহ অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়েছেন পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত রিয়াজাত আলী শাহ। তিনি ১৬ বছর বয়সে পরিবারের সঙ্গে উগান্ডা পাড়ি জমান।

এছাড়া দলটিতে ৩২ বছর বয়সী ভারতীয় বংশোদ্ভূত পেস অলরাউন্ডার দিনেশ নাকরানি ডাক পেয়েছেন। আছেন পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত বিলাল হাসানও। উগান্ডার হয়ে ২ হাজার রান করা সিমন সেসেজাজির ডাক পাওয়া অনুমিত ছিল। তার ভাই হেনরি সেসেনজন্ডোও আছেন বিশ্বকাপ দলে।

উগান্ডার টি-২০ বিশ্বকাপ দল: রজার মুসাকা, সিমন সেসেসাজি, রোনাক প্যাটেল, রবিনসন ওবুয়া, ফ্রেড একিলাম, রিয়াজাত আলী শাহ, কেনিথ ওয়াইসওয়া, দিনেশ নাকরানি, আলপেশ রামজানি, ব্রায়ান মাসাবা, কসমাস কেউওতা, বিলাল হাসান, জুমা মিয়াগি, হেনরি সেসেনজোন্ডো, ফ্রাঙ্ক এনসুবুগা।

বিশ্বকাপ জিতলে বড় অঙ্কের অর্থ পাবেন বাবর-শাহিনরা

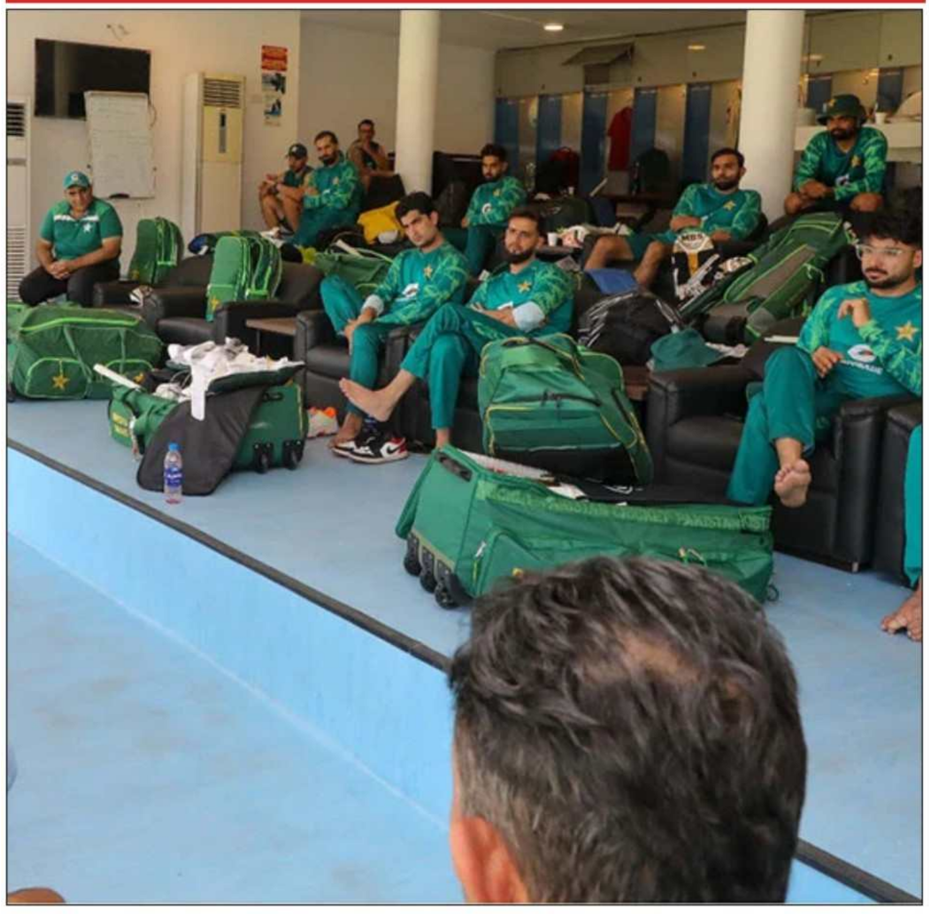

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আগামী ১ জুন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নবম আসর।

বিশ্বকাপ শিরোপা জিততে পারলে দলের প্রত্যক খেলোয়াড়কে ১ লাখ ডলার করে পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। আসন্ন আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড সফরে ৭টি-টোয়েন্টি খেলার জন্য দেশ ছাড়ার আগে রবিবার খেলোয়াড়দের সাথে সাক্ষাৎকালে এ পুরস্কার ঘোষণা দেন পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি।

নাকভি আরও জানান, ট্রফি জয়ের সাথে তুলনা করলে পুরস্কারের অর্থের কোনো মূল্য নেই। আমরা আশা করি, পাকিস্তানের পতাকা তুলে ধরবে খেলোয়াড়রা।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্টে পিসিবি জানিয়েছে, 'টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিততে পারলে প্রত্যেক খেলোয়াড়কে ১ লাখ ডলার পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন পিসিবি চেয়ারম্যান নাকভি।'

খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্য করে নাকভি বলেন, 'অন্য কারও কথা ভাবার দরকার নেই। শুধু পাকিস্তানের জন্য খেল এবং নিজেদের সেরাটা উজার করে দাও।'

দলের সকল খেলোয়াড়দের ঐক্যবদ্ধ থাকার পরামর্শ দেন নাকভি। আসন্ন বিশ্বকাপে দলের পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদির কাছ থেকে সেরা পারফরমেন্স প্রত্যাশা করেন তিনি।

আফ্রিদিকে উদ্দেশ্য করে নাকভি বলেন, 'তোমার কাছে দেশের প্রত্যাশা অনেক বেশি। তোমাকে প্রত্যাশা পূরণ করতে হবে।'

এ সময় মোহাম্মদ রিজওয়ান ও নাসিম শাহ'র হাতে বিশেষ জার্সি তুলে দেন নাকভি। সম্প্রতি টি-টোয়েন্টিতে তিন হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন রিজওয়ান। আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১শ' উইকেট পূর্ণ করেছেন নাসিম।

এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে 'এ' গ্রুপে পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ ভারত, আয়ারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা। ৬ জুন স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ মিশন শুরু করবে পাকিস্তান।

আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো ২০ দলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ২৮ দিন ব্যাপী এই আসরে ৯টি ভেন্যুতে মোট ৫৫টি ম্যাচ হবে। যাকে বলা হচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় আসর। আসরের পর্দা নামবে ২৯ জুন।

মায়ামির লক্ষ্মীভান্ডার মেসি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : প্রতি মুহূর্তে চোখে ক্যামেরার ফ্ল্যাশ পড়ার বিরক্তি, প্রতি সপ্তাহে প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্নায়ুক্ষয়; এসব থেকে দূরে থাকতেই যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে যোগ দিয়েছেন মেসি। কিন্তু ফুটবলের সঙ্গে জীবনজুড়ে যাওয়া মেসি সেখানেও দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দিয়ে আলো কেড়ে চলেছেন। গত রোববার যেমন মেসির দল ইন্টার মায়ামি ৬-২ গোলে ন্যাশভিলকে হারিয়েছে। ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেছেন মেসির সাবেক বার্সা সতীর্থ লুইস সুয়ারেজ। তবে সবচেয়ে বেশি আলো কেড়েছেন মেসিই। তিনি পাঁচ গোলে সহায়তা দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের লিগে এক ম্যাচে যা সর্বোচ্চ গোল করানোর রেকর্ড। বিশ্বকাপজয়ী এই বাজির বুড়ো ঘোড়ায় ফুলেফেঁপে উঠতে শুরু করেছে ইন্টার মায়ামির আর্থিক কাঠামোও। ৬০ মিলিয়ন ডলারের আর্থিক কাঠামোর ক্লাবটি ১২৫-১৩০ মিলিয়ন ডলার আয়ের রেকর্ড গড়েছে। ২০২৪ সালে ২০০ মিলিয়ন ডলার আয়ের প্রত্যাশা করছে ইন্টার মায়ামি।

ফ্রি এজেন্টে যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাবটি মেসিকে পেলেও বছরে সব মিলিয়ে তাঁকে প্রায় ৫৪ মিলিয়ন ইউরো বেতন দিতে হচ্ছে। লিওর সতীর্থ হিসেবে লুইস সুয়ারেজ, সের্গিও বুসকেটস ও জর্ডি আলবা ইন্টার মায়ামিতে এসেছেন। তাদের বেতন বাবদও খরচ করতে হচ্ছে বছরে প্রায় ১০ মিলিয়ন ইউরো। বাস্কেটবল, টেনিস যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান খেলা হওয়ায় ফুটবলে এত অর্থ খরচের ঝুঁকিই নিতে হয়েছে ডেভিড বেকহামদের। তবে মেসি মায়ামিতে আসার সঙ্গে সঙ্গে শুধু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ফলোয়ার বাড়েনি ক্লাবটির, আয়-রোজগারও বেড়েছে চক্রবৃদ্ধি হারে। গত মৌসুমে আর্থিক ও মিডিয়া অগ্রগতির বিবেচনায় ইন্টার মায়ামি ছিল বিশ্বের সেরা ক্রমবর্ধমান ক্লাব।

এর পেছনে অবশ্য ক্লাবটির ব্যবস্থাপক জাভিয়ের অ্যাসেনসির বড় অবদান আছে। ১১ বছর বার্সার প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা ছিলেন তিনি। যে কারণে যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে মেসির প্রভাব কতটা বড় হতে পারে, তা আঁচ করতে পেরেছিলেন। জাভিয়ের তাই বলেছেন, 'মেসি আপনার দলকে অন্য পর্যায়ে নিয়ে যাবে। এই অগ্রগতিতে আমরা খুশি। এখানকার ফুটবল এগিয়ে যাবে এমন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করতে মুখিয়ে আছি। আরও উন্নতিতে চোখ আমাদের। ইন্টার মায়ামি এখন প্রাক-মৌসুম থেকে বিশ্বের যে কোনো ক্লাবের চেয়ে বেশি অর্থ উপার্জন করার ক্ষমতা রাখে।'

রকিকে নিয়ে বার্সার 'উদ্ভট'
আচরণে ক্ষুব্ধ এজেন্ট

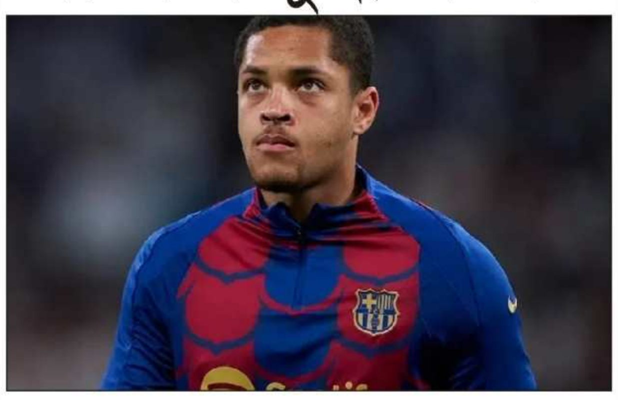

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার ভিটর রকিকে মনে করা হচ্ছে আগামী দিনের তারকা। ৩০ মিলিয়ন ইউরো দিয়ে তাকে কিনেছে বার্সেলোনা। শীতকালীন মৌসুমে কাতালান শিবিরে যোগ দিয়েই প্রথম চার ম্যাচে বদলি নেমেই দুই গোল করেছেন তিনি। এরপর আর বার্সার জার্সিতে দেখা যায়নি তাকে। তরুণ এই স্ট্রাইকারকে নিয়ে খুশি নন বার্সা কোচ জাভি হার্নান্দেজ। তার অনেক উন্নতি দরকার, বার্সার সিস্টেমের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। এমনকি রকিকে ধারে পাঠিয়ে ১৮ বছরের একাডেমি বয় মার্ক গুইকে আগামী মৌসুমে সুযোগ দিতে চান জাভি। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রকির এজেন্ট আন্দ্রে কারি। বার্সেলোনাভিত্তিক রেডিও আরএসি-১-এ তিনি বলেন, 'সবার বিশ্বাস রকির আরও খেলার সুযোগ পাওয়া উচিত। কিন্তু কেনো পাচ্ছে না তা কেউ জানে না। জাভি কখনও রকিকে কারণ বলেনি। আমার মনে হয়, এটা কোন পক্ষের জন্যই ভালো নয়। ছেলেটো আগের চেয়ে পরিশ্রম করছে এবং সুযোগের জন্য মুখিয়ে আছে।'

ভিনিসিয়াস জুনিয়রকে তার প্রতিভা দেখে কিনেছে রিয়াল মাদিদ্র। আড়াই বছর তাকে কেবল সুযোগই দিয়ে গেছে। ভিনি ড্রিবলিং করেছেন, গোল মিস করেছেন, সমালোচনার শিকার হয়েছেন। কিন্তু রিয়াল তার প্রতি আস্থা হারায়নি। ওই উদাহরণ টেনেছেন রকির এজেন্ট, 'এখানকার সংবাদ মাধ্যমে অনেক বাজে কথা হয়। সেখানে যা বলা হচ্ছে তা সঠিক নয়। ভিনিকে দেখুন, আড়াই বছর সময় পেয়েছে। এখানে আড়াই মাসেই সকলে অধৈর্য্য।'

রকিকে ধারে পাঠাতে রাজি নন তার এজেন্ট। ধারে অন্য ক্লাবে খেলার জন্য তিনি বার্সাকে বেছে নেননি বলেও মন্তব্য করেছেন, 'তার বার্সার সঙ্গে চুক্তি আছে। সে বার্সাতে খেলতে চাই বলেই দ্বিগুন অর্থের প্রস্তাব প্রত্যাখান করা হয়েছে। ধারে পাঠালে অন্য ক্লাব তার যত্ন নেবে না, তার ভালো-মন্দ ভাববে না, ইনজুরি হলে সঠিক পরিচর্যা পাবে না। আমি নিশ্চিত সে অনেক বড় খেলোয়াড় হবে। কিন্তু বার্সা, এই ক্লাব যদি সেটা হতে না দিতে চায়..., অবশ্যই আমাদের বিকল্প ভাবতে হবে।'

৪৩ বছরে বিশ্বকাপে, উগান্ডার দলে আরও যারা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : দল ঘোষণাতেই রেকর্ড রেকর্ড উগান্ডার। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠেয় টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য ১৫ জনের দল ঘোষণা করেছে উগান্ডার ক্রিকেট বোর্ড। ওই দলে ডাক পেয়েছেন ৪৩ বছরের এক ক্রিকেটার। তার নাম ফ্রাঙ্ক এনশুবুগা। তিনি বিশ্বকাপ দলে ডাক পাওয়া সবচেয়ে বেশি বয়সী ক্রিকেটার। বাঁ-হাতি এই অফ স্পিনারের আগে বিশ্বকাপ দলে সবচেয়ে বেশি বয়স্ক ক্রিকেটার ছিলেন ওমানের মোহাম্মদ নাদিম ও নাসিম খুশি। তাদের বয়স ছিল ৪১ বছর। উগান্ডার বিশ্বকাপ দলকে নেতৃত্ব দেবেন ব্রায়ান মাসাবা। সহ অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়েছেন পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত রিয়াজাত আলী শাহ। তিনি ১৬ বছর বয়সে পরিবারের সঙ্গে উগান্ডা পাড়ি জমান।

এছাড়া দলটিতে ৩২ বছর বয়সী ভারতীয় বংশোদ্ভূত পেস অলরাউন্ডার দিনেশ নাকরানি ডাক পেয়েছেন। আছেন পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত বিলাল হাসানও। উগান্ডার হয়ে ২ হাজার রান করা সিমন সেসেজাজির ডাক পাওয়া অনুমিত ছিল। তার ভাই হেনরি সেসেনজন্ডোও আছেন বিশ্বকাপ দলে।

উগান্ডার টি-২০ বিশ্বকাপ দল: রজার মুসাকা, সিমন সেসেসাজি, রোনাক প্যাটেল, রবিনসন ওবুয়া, ফ্রেড একিলাম, রিয়াজাত আলী শাহ, কেনিথ ওয়াইসওয়া, দিনেশ নাকরানি, আলপেশ রামজানি, ব্রায়ান মাসাবা, কসমাস কেউওতা, বিলাল হাসান, জুমা মিয়াগি, হেনরি সেসেনজোন্ডো, ফ্রাঙ্ক এনসুবুগা।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR